দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:16 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৭ শাবান ১৪৪৪ হিজরি ○ ১০ মার্চ ২০২৩ ○ ২৫ ফাল্গুন ১৪২৯ ○ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

নাটোরে আইমা সুপ্রিমো

গত জানুয়ারি মাসে প্রতাপপুর দরবার শরিফে ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে হাজির হয়েছিলেন বিশিষ্ট ক্বারী জনাব জুবায়ের আহমেদ তাসরিফ। তাঁর নম্র-ভদ্র ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল এপার বাংলার মানুষকে। প্রতাপপুর দরবার শরিফে এসে তিনি মন জয় করে নিয়েছিলেন সকলের। এবার বাংলাদেশ সফরে জলসার দাওয়াতে গেলে ক্বারী জুবায়ের আহমেদ তাসরিফ এসে দেখা করলেন প্রাণপ্রিয় ভাইজান তথা আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের সঙ্গে।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক ঝলকে

ভয়াবহ আগুন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে

ফের অগ্নিকাণ্ড বাংলাদেশে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ২ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি। পুড়ে গিয়েছে রোহিঙ্গাদের বেশ কিছু দোকানও। কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালি এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হলেও হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুন লাগে। ক্যাম্পের ডি-১৫ ব্লকের একটি রান্নাঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

দিদির দূত'কে 'পরামর্শ' বৃদ্ধার

আবারও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে কৃষকরা। এক সময় হুগলির সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন দেখেছে গোটা বাংলা। দেখেছে ভাবদিঘি আন্দোলন। আবারও কি জমি আন্দোলন দেখতে চলেছে সিঙ্গুর? কৃষকদের দাবি জোর করে জমি দখল করা হলে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে তিনটি আর্থিক করিডর হচ্ছে। খড়গপুর-মোড়গ্রাম, হলদিয়া-রক্সৌল- কলকাতা ও বারাণসী করিডরের জন্য ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। এমনকী সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইতিমধ্যেই ল্যান্ডম্যাপ সুনিশ্চিত করছে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

বিজ্ঞান প্রধান নিযুক্ত প্রথম মহিলা

নাসা এবার নারীশক্তিকে সামনে রেখে মহাকাশ গবেষণায় সাফল্য খুঁজবে। নাসার বিজ্ঞান প্রধান হিসেবে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছেন এক মহিলা। নিকোলা ফক্স নামে মহাকাশ বিজ্ঞানী প্রথম মহিলা হিসেবে নাসার বিজ্ঞান প্রধান নিযুক্ত হলেন। তিনি সূর্য নিয়ে গবেষণারত ছিলেন। পার্কার সোলার প্রোব মিশনের প্রাক্তন শীর্ষ বিজ্ঞানী নিকোলা ফক্স। এই সপ্তাহেই তিনি এজেন্সির বিজ্ঞান মিশন অধিদফতরের জন্য নাসার সহযোগী প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। তাঁর এই যোগদান মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলেই মনে করছে নাসা।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

'পঞ্চায়েতের আগে যোগাযোগ রাখছেন বহু তৃণমূল নেতা'

হলদিয়ায় আইমার আঞ্চলিক সমাবেশে বিস্ফোরক ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত ও পুরভোটের আগে তৃণমূলের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় আইমার আঞ্চলিক সমাবেশ থেকে তিনি নিশানা করলেন বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে। হলদিয়া পুরসভার অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ডিঘাসীপুরের তালপুকুর মোড়ে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক জন সমাবেশ। একইসঙ্গে ওই অঞ্চলে সংগঠনের একটি নতুন অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরীফের শ্রদ্ধেয় পির সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব।

এদিনের জন সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুব সমাজের আইকন এবং আইমার সর্বভারতীয় সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এদিনের সমাবেশে বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন, ''যতদিন আপনি চুপচাপ থাকবেন ততদিন আপনার কোনও শত্রু থাকবে না। কিন্তু যখন থেকে আপনি কথা বলতে শুরু করবেন, সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান করবেন, তখন থেকেই আপনার শত্রু বাড়তে শুরু করবে। আপনার বিরোধিতা করার জন্য একাধিক দল তৈরি হয়ে যাবে।'' এ প্রসঙ্গে মহানবি সা. এর উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তৈরি হচ্ছেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। ভোটে লড়ার কথা ঘোষণা করার পর থেকেই বিরোধিতা শুরু হয়েছে আইমার। বিশেষ করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনকে একটি সাম্প্রদায়িক এবং মুসলিমদের দল হিসাবে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে হলদিয়ার তালপুকুরের এই জন সমাবেশ থেকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিলেন আইমা সুপ্রিমো।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিন থেকেই একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। তবে অরাজনৈতিক হলেও আইমা সবসময় রাজনীতি সচেতন।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিজেপির বি-টিম! তৃণমূলকে পাল্টা নিশানা আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিপুরা-সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফলাফল, পিরজাদা নওশাদ সিদ্দিকীর জামিন, সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবকে। সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জবাব দেন আইমা সুপ্রিমো। এবার রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের প্রার্থীরা যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নেবেন, সে কথা আগেই ঘোষণা করেছেন আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। ভাইজানের এই ঘোষণার পর থেকেই অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে তাঁরা কদর্য ভাষায় আইমা তথা ভাইজানকে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। এমনকী আইমাকে বিজেপির বি-টিম বলেও তোপ দেগেছেন তাঁরা। এবার তারই পাল্টা দিলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, ''যাঁরা আইমাকে বিজেপির বি-টিম বলে উদ্বাহু নৃত্য করছেন, তাঁরা ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে কাদের সুবিধা করে দিতে গিয়েছিলেন?''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় ভোটের ফলাফল সামনে আসতেই দেখা যায়, বহু আসনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীকে হারিয়ে সামান্য ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থীরা। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা নিজেও খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল প্রার্থীরা ভোট কেটে বিজেপির সুবিধা করে না দিলে এবার তাদের পক্ষে ত্রিপুরায় ক্ষমতা ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যেত। এই বিষয়টি তুলে ধরেই তৃণমূলকে বিঁধেছেন আইমা সম্পাদক। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি নিয়েও তাদের তীব্র কটাক্ষ করেছেন তিনি। সংখ্যালঘু সমাজ যে তৃণমূল কংগ্রেসের দিক থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এমন দাবিও করেছেন রুহুল সাহেব। সেই দাবির সপক্ষে তাঁর যুক্তি, সংখ্যালঘু মানুষরা এবার বুঝতে পারছেন তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের বিজেপির ভয় দেখিয়ে ব্যবহার করছে, তারপর প্রয়োজন মিটলেই তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা এর জবাব দেবেন বলেই মনে করেন ভাইজান। রাজ্যে সংখ্যালঘু এবং দলিতদের যে ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে তা যদি একত্রিত করা যায়, তবে একশোর বেশি বিধানসভা আসনে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে এই দুই জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এরা কেউই বিষয়টিকে তেমনভাবে তলিয়ে দেখে না। তাছাড়া নিজেদের ক্ষমতার ব্যাপারে একেবারেই আত্মবিশ্বাসী নয় তারা, সংযোজন আইমা সুপ্রিমোর। তবে তিনি আশাবাদী, খুব শিগগির ঘুম ভাঙবে এদের। কারণ তিনি মনে করেন সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায় জাগতে শুরু করেছে।

ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর জামিন পাওয়াকে যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে তুলনা করেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি বলেন, ''অন্যায়ভাবে নওশাদ সিদ্দিকীকে আটকে রেখে এই সরকার নিজের স্বৈরাচারী মনোভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পিরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী লড়াই করেছেন, সাহস দেখিয়েছেন। তার জন্য তাঁকে কুর্নিশ।'' তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, কারও সঙ্গে নীতিগত পার্থক্য থাকতেই পারে। তবে একজন পিরজাদাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হলে তাঁর পাশে থেকে প্রতিবাদ করাটাও জরুরি। আইমা সবসময় তাঁর পাশে আছে বলেও জানান তিনি। তবে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আইএসএফ-এর সঙ্গে তলায় তলায় জোট বাঁধতে চলেছেন আইমা সুপ্রিমো? এমন প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে রাজনীতির অলিন্দে। যদিও তেমন সম্ভাবনার কথা খারিজ করে দিয়েছেন রুহুল আমিন সাহেব নিজেই।

তুষার-স্নাত। *ইংল্যান্ডের বেডফোর্টশায়ারের ডানস্টেবল ডাউন্স-এ বরফ নিয়ে খেলছে এক পরিবার। দক্ষিণ ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ ওয়েলসে আরও তুষারপাতের সম্ভবনা রয়েছে। সম্প্রতি মেরু সাগরে বরফ-গলন তীব্র হওয়ায় বিক্ষিপ্ত তুষার ও শিলা বৃষ্টি সম্ভবনাও প্রবল।*

ভোটের আগে জোরদার লড়াই, ভোট ফুরোলেই জোট

এ কেমন রাজনীতি উত্তর-পূর্বে

নিজস্ব প্রতিনিধি: যত লড়াই ভোটের আগে। ভোট মিটে গেলেই সবাই ঢলে পড়ে উত্তর-পূর্ব। এ কেমন রাজনীতি উত্তর-পূর্বে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। সম্প্রতি তিন রাজ্যে ভোট হল, ভোট মিটতেই কাছা গুটিয়ে সবাই বিজেপিকে সমর্থন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিশেষ করে এই চিত্র দেখা গেল নাগাল্যান্ডে, মেঘালয়েও কার্যত সেই পরিস্থিতি।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নিয়েছেন কনরাড সাংমা। বিজেপি-সহ বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সমর্থ নিয়েই তিনি এবার সরকার গড়ছেন। ভোটের আগে জোরদার লড়াই হয়েছে বিজেপি বা আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে। ভোট মিটতেই তাদের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়ে ফেলতে কোনও অসুবিধাই হল না এনপিপি-র কনরাড সাংমার।

কংগ্রেস আর তৃণমূল বাদ দিয়ে বাকিরা এনপিপি-কেই সমর্থন করতে চলেছে। ইউডিপি বা ইউনাইডেট ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান বিরোধী দল আছে। বিজেপি তো ভোট মিটতেই সমর্থন জানিয়েছিল। ফলে মেঘালয়েও শক্তিশালী সরকার হল বিজেপি-এনপিপি জোটের। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মেঘালয়ে অন্যান্যরা ৮টি আসন পেয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ভয়েস অফ দ্য পিপলস পার্টি, পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ও হিল স্টেট পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি।

মেঘালয়ে বিজেপি এবার জিতেছে গতবারের মতোই মাত্র দুটি আসনে। এনপিপি একলা লড়ে জিতেছে ২৬টিতে। আর ইউডিপি পেয়েছে ১১টি আসন। তৃণমূল ও কংগ্রেস পেয়েছে ৫টি করে আসন। ভয়েস অফ দ্য পিপলস পার্টি, পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ও হিল স্টেট পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি যথাক্রমে ৪, ২ ও ২টি আসন পেয়েছে।

ভোটের পর এনপিপি বিজেপিকে সঙ্গে নিলেও তাদের জোট এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। তাদের মিলিত আসন সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২৮টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে কম থাকছে তাদের আসন সংখ্যা। তবে তারা সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক দলগুলিকে। ফলে তাদের সরকার গড়তে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

এখানে উল্লেখ্য, ২০১৮-র নির্বাচনে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হয়েছিল ২১টি আসন পেয়ে। এনপিপি পেয়েছিল ২০টি আসন। বিজেপি দুটি আসন।

এর পর দুয়ের পাতায়

মহারাষ্ট্রের মতো জোট কি সম্ভব বাংলায়!

বিজেপির দাবি উড়িয়ে দিলেন অধীর-সেলিম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বঙ্গ বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা সরাসরি বাংলায় তৃণমূল-বিরোধী মহাজোটের ডাক দিয়েছেন। আবার একথাও বলেছেন, বাংলার বিরোধী দলগুলি তেল-জলের মতো না মিললেও জোটের দরকার। এই দাবির পরই প্রশ্ন উঠেছে মহারাষ্ট্রের মতো জোট কি হবে বাংলায়? বিজেপির দাবি অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএম।

দিলীপ ঘোষের মহাজোটের দাবিকে সমর্থন করে শুভেন্দু বলেন, এ রাজ্যে বিরোধী দলগুলি কখনই মিলবে না। যেমন তেলে-জলে মেলে না, তেমনই আদর্শগতভাবে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের মিল হতে পারে না। ফলে একসঙ্গে পতাকা বাঁধা সম্ভব নয়। আন্দোলনটাও সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের উচিত সকলে 'নো ভোট টু মমতা' বলা। তারপর মানুষ ঠিক করে দেবে বিজেপি কে আনবে নাকি অন্য কাউকে।

ঠিক এই আঙ্গিকেই মহারাষ্ট্রে জোট হয়েছিল। কংগ্রেস, এনসিপির মধ্যে জোট হলেও শিবসেনার সঙ্গে তাদের আদর্শগত জোট হতে পারে না। কিন্তু জোট হয়েছে, তারা মিলিজুলি সরকারও চালিয়েছে। এখনও সেই জোট অটুট রয়েছে মহারাষ্ট্রে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মহারাষ্ট্রে যা সম্ভব হয়েছে, তা কি বাংলায় সম্ভব? বাংলাতেও কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম তথা বামফ্রন্টের মধ্যে আদর্শগত কোনো মিল নেই। তাহলে কি তারা পারবে জোট বাঁধতে? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বিজেপির পক্ষ থকে বারবার মহোজাটের দাবি করা হলেও অন্য দুই প্রধান বিরোধী দল সিপিএম ও কংগ্রেসের থেকে ইতিবাচক সাড়া কিন্তু মিলছে না।

দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারীদের দাবি উড়িয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, বিজেপি বাঁচবে না। তাই বিজেপি বাঁচার জন্য অক্সিজেন চাইছে বিরোধীদের কাছ থেকে। অর্থাৎ বিজেপি নিজে বিরোধী নয়। তাই বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের কাছে তারা বাঁচার জন্য অক্সিজেন চাইছে। মহম্মদ সেলিমের কথার সমর্থনেই প্রদেশ কংগ্রসে সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অস্তিত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই এসব কথা বলছে। তারা বাম-কংগ্রেসকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে চাইছে। দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দুদের মন্তব্যকে এভাবেই হাতিয়ার করছে বাম ও কংগ্রেস শিবির।

দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী মহাজোটের ডাক দেওয়ার পরই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সাগরদিঘি নির্বাচনে সব মুখোশ খুলে গিয়েছে। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সব এক হয়ে গিয়েছে। এই অনৈতিক জোটের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে একটাই দল, তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি দিলীপ ঘোষ বলেন, সরকার বিরোধীদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করছে তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এক হওয়ার দরকার। মহাজোট গড়ে তুলতে হবে। সাগরদিঘিতে তা অনেকটাই হয়েছে। এবার সার্বিকভাবে জোট গড়ে তুলতে হবে। দিলীপ ঘোষের এই কথার সমর্থন করেন শুভেন্দু অধিকারীও।

এতদিন তৃণমূলকে হারাতে নন্দকুমার মডেল প্রয়োগের কথা অনেকদিন ধরেই চলছিল। এখন আবার সাগরদিঘি মডেল বাজারে হিট। তবে কোনো মডেলের তোয়াক্কা না করে এখন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ সরাসরি বিরোধী মহাজোটের দাবি তুলেছেন। তা অবশ্য সাগরদিঘির সাফল্যকে মাথায় রেখেই।

এর পর দুয়ের পাতায়

মহিলারা বেশি নিপীড়িত আফগানিস্তানে

রাষ্ট্রপুঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৮ মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক নারি দিবস। তালিবান শাসিত আফগানিস্তানেই মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশি নির্যাতন হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় এ কথাই উঠে এল রাষ্ট্রপুঞ্জে। ওই আলোচনায় রাষ্ট্রপুঞ্জের আফগানিস্তান মিশনের প্রধান রোজা ওতুনবায়েভার একটি বিবৃতি পেশ করে জানান, নারী নিপীড়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের শাসকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবে নারীদের পিছিয়ে রাখার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ভয়াবহ মানবিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে নারীদের উপর এই দমন, পীড়ন আফগানিস্তানের শাসকদের 'আত্মঘাতী পদক্ষেপ'।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিস্ফোরণে কাঁপল পাকিস্তান হামলায় মৃত্যু বহু পুলিশের

বিশেষ প্রতিনিধি: পুলিশের একটি দল বালুচিস্তান প্রদেশের সিবি ও কাছি সীমান্তবর্তী বোলান এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের গাড়িটি কামব্রি ব্রিজের কাছে আসতেই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই ৯ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় একটি হাসপাতালে। ঘটনার পিছনে পাক জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর হাত রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় প্রশাসন। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠনের তরফে হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। এদিকে, বিস্ফোরণের খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যায় পাক নিরাপত্তাবাহিনী। পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে। আত্মঘাতী হামলার জেরে এই বিস্ফোরণ বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

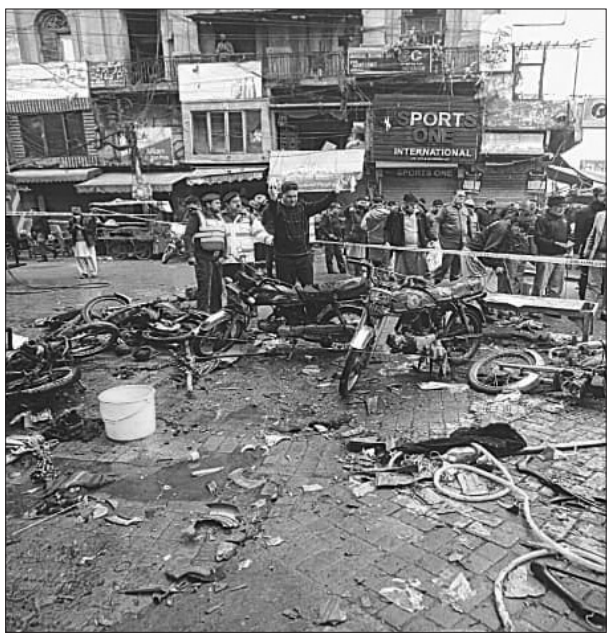

এদিকে, ভয়াবহ বিস্ফোরণের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা গেছে, পুলিশের গাড়িটিকে পিছন থেকে আসা একটি ট্রাককে ধাক্কা মারতে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। পাক পুলিশের গাড়িটিকে উল্টে যেতে দেখা গেছে। এরপরেই রক্তাক্ত দেহগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ১৫ জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে পাক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

এর আগে গত বছর নভেম্বর মাসে বালুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় টহল দেওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় এক পুলিশ কর্তাসহ মোট তিন জন নিহত হন। ঘটনায় ২০ জন পুলিশ সদস্য সহ মোট ২৮ জন জখম হয়েছিলেন। কোয়েটার হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছিল তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বালুচিস্তানের কোয়েটায় পুলিশ লাইনসের কাছে এক বিস্ফোরণে জখম হয়েছিলেন অন্তত ৫ জন। পেশোয়ারে পুলিশ লাইনসে একটি মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৮০ জনের মৃত্যুর কয়েকদিন পর এই বিস্ফোরণটি ঘটেছিল। আফগানিস্তানে তালিবান শাসন কায়েমের পর সক্রিয় হয়ে ওঠে তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

গত কয়েকমাসে বালুচিস্তান-সহ একাধিক জায়গায় জঙ্গি সংগঠনটির লাগাতার হামলায় প্রাণ হারান পাক সেনা অফিসার ও জওয়ান। এরপর বাধ্য হয়ে ৩ মাসের জন্য টিটিপির সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি করে পাক সেনা। সেই সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনটিকে শায়েস্তা করতে পরিকল্পনা নেয়। পাক সরকারের এই সিদ্ধান্তে প্রত্যাঘাতের হুমকি দেয় সংগঠনটি। তারই জেরে এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের লাহোরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'জামায়াত-ই-ইসলামী' আয়োজিত সমাবেশে মহিলারা।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুন

ভস্মীভূত ২ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি

বিশেষ প্রতিনিধি: ফের অগ্নিকাণ্ড বাংলাদেশে। এবার ভয়াবহ আগুন লাগল রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ২ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি। পুড়ে গিয়েছে রোহিঙ্গাদের বেশ কিছু দোকানও। কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালি এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হলেও হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুন লাগে। ক্যাম্পের ডি-১৫ ব্লকের একটি রান্নাঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আগুন অন্যান্য ঘর-বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দমকলের ৬টি ইউনিটের দু-ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। বিকেল সওয়া ৫টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বহু ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হলেও পুলিশ ও দমকলকর্মীরা যথা সময়ে সকল বাসিন্দাকে বের করে নিয়ে আসায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

এদিনের অগ্নিকাণ্ডে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উখিয়ার ক্যাম্পের বাসিন্দা শফিক উল্লাহ আক্ষেপের সুরে বলেন, ''আগুনে সব পুড়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। এখানে দুই হাজার ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু দোকান-পাট ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।''

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দফতরের সহকারী পরিচালক শাহজাহান জানান, ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিটের চেষ্টায় বিকেল সওয়া ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প ইন-চার্জ তথা সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক সরওয়ার কামাল বলেন, ''প্রায় ২ ঘণ্টা পর অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।''

যুদ্ধ করতে গিয়ে পকেট খালি ! এবার ভারতের দুয়ারে রাশিয়া ?

বিশেষ প্রতিনিধি: ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জের! আগামী এক বছরের মধ্যে রুশ সরকারি অর্থ ভাণ্ডারে পড়তে পারে টান। এর ফলে রাশিয়াকে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হতে পারে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন রুশ শিল্পপতি ওলেগ ডেরিপাস্কা। এমন পরিস্থিতিতে বন্ধুর দেশগুলিকে রাশিয়ায় বিনিয়োগের আবেদন জানালেন রুশ শিল্পপতি। গত বৃহস্পতিবার সাইবেরিয়ায় অর্থনীতি সংক্রান্ত একটি বৈঠকে ওই আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন রুশ শিল্পপতি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদেশি বিনিয়োগের উপর জোর দেন।

ওলেগ ডেরিপাস্কার মতে, আর্থিক সঙ্কট থেকে রাশিয়াকে বাঁচাতে বন্ধু দেশগুলির বড় ভূমিকা আছে। সেই সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ এই আর্থিক সঙ্কটের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন তিনি। ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের পর রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পশ্চিমী দুনিয়া। এর রেশ রাশিয়ার অর্থনীতিতে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। যদিও এই আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, রুশ অর্থনীতি চাঙা বলে কয়েকদিন আগেও দাবি করেছিলেন। তারপরেই রুশ শিল্পপতির এই আশঙ্কা নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়া। এরপর পশ্চিমি দুনিয়া পুতিনের দেশের বিরুদ্ধে ১১ হাজারের বেশি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সেই সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশি অর্থভাণ্ডারের প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার আটকে দেওয়া হয়েছিল। আর্থিক চাপে পড়ে যাতে পুতিন হামলা থেকে পিছিয়ে আসেন, তার জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, নিজের জেদ বহাল রাখেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ইউক্রেনে হামলা শুধু জারি রাখেননি, এক বছর পার হয়ে গেলেও যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। রুশ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় সরকারের আয় কমেছে ২.১ শতাংশ। চলতি বছরে জানুয়ারিতেই রাজস্ব কমেছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। খরচ বেড়েছে প্রায় ৫৯ শতাংশ। এর প্রভাব পড়েছে রুশ বাজেটে। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে প্রায় ২৩.৩ বিলিয়ন ডলার।

এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত পুতিন সরকারের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমি দুনিয়ায় রাশিয়ার রফতানি কমেছে ৫১ শতাংশ। ইউক্রেন হামলার আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নগুলি রাশিয়ার অন্যতম বাণিজ্যিক অংশীদার ছিল। যেহেতু যুদ্ধ এখনও চলছে, তাই পশ্চিমি দুনিয়া রাশিয়ার উপর আরও নিষেধাজ্ঞা চাপাতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন রুশ শিল্পপতি ওলেগ ডেরিপাস্কা। আর সেটা আঁচ করে পুতিন প্রশাসন তেল উৎপাদনে কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে পুতিনের আশ্বাস ভাঁওতা কিনা, তা নিয়ে ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন।

সামুদ্রিক জীবন-রক্ষায় রাষ্ট্রপুঞ্জের জরুরি চুক্তি

বিশেষ প্রতিনিধি: দীর্ঘ আলোচনা, বছরের পর বছর ধরে বহু সমঝোতার পরে অবশেষে পৃথিবীর সামুদ্রিক জীবনকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ হল রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলি। গত কাল নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বিশেষ সমাবেশে বসেছিল। সমুদ্র-রক্ষার শর্তে সদস্য দেশগুলি সম্মত হলে সভাপতি রেনা লি ঘোষণা করেন, ''জাহাজ তীরে পৌঁছেছে।'' তাঁর কথায় হাততালিতে ফেটে পড়ে সভাকক্ষ। সমাজকর্মীরা বলছেন, ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আলোচনা চলেছে। অবশেষে জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। গত ডিসেম্বরে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। সেই চুক্তির বিষয়ে গত কাল সব সদস্য একমত হয়েছে। চুক্তিতে স্থির হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর স্থল ও জলের ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে। একটি প্রকৃতি বিষয়ক সংগঠনের কর্ত্রী লরা মেলার বলেন, ''পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক দিন। ভূ-রাজনৈতিক টানাপড়েন কাটিয়ে দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবী, প্রকৃতি ও মানুষকে রক্ষায় একজোট হয়েছে।''এ বিষয়ে সাম্প্রতিক বৈঠকগুলিও লম্বা চলেছে। দু'সপ্তাহ ধরে গভীর আলোচনা, শুক্র ও শনিবার রাতভর ম্যারাথন অধিবেশন, তার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। চুক্তিপত্রটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করা হবে শীঘ্রই। তার আগে কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। আইনজীবীরা খতিয়ে দেখবেন। ছ'টি ভাষায় চুক্তিপত্রটিকে অনুবাদ করা হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস সংগঠনের প্রতিনিধিদের জানান, এই চুক্তি 'বহুপাক্ষিকতার জয়'। তিনি আরও বলেছেন, ''ধ্বংসের মুখে সমুদ্র। পৃথিবীর জলভাগকে রক্ষায় যে সার্বিক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, তা সত্যিই বড় জয়।'' বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, সমুদ্র উপকূল থেকে ৩৭০ কিলোমিটার পেরোলে শুরু হয় 'হাই সি' বা গভীর সমুদ্র। এই অংশ কোনও দেশের বিচারবিভাগের মধ্যে পড়ে না। পৃথিবীর সামুদ্রিক অঞ্চলের ৬০ শতাংশই গভীর সমুদ্র। ভূপৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে বিস্তৃত হলেও গভীর সমুদ্র ও তার পরিবেশ নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

বিবিধ

২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাদের টিকিট পর্যালোচনায় মান নির্ধারণ করে দিল তৃণমূল

বিশেষ প্রতিনিধি: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার আগে জনপ্রিয়তার পরীক্ষা করে নেবে তৃণমূল। কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন কি না তা দেখেই টিকিট বিতরণ করা হবে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই নয়া এই পন্থা অবলম্বন করছে রাজ্যের শাসকদল।

পঞ্চায়েত নির্বাচন দুয়ারে কড়া নাড়ছে। তাই এখন থেকেই কাদের টাকিট দেওয়া হবে তা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের তরফে জেলা নেতৃত্বকে সেইমতো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি জনসভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের প্রতি কড়া বার্তাই দিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোনো দাদার জলের বোতল বয়ে কিংবা দাদার অনুগামী হয়ে মুখ দেখিয়ে টিকিট পাওয়া যাবে না। দল তেমন ব্যক্তিকে টিকিট বিলি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এমন প্রার্থীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড় করাতে, যাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করতে পারেন এলাকার প্রার্থী হিসেবে অনুমোদনও দেবে না। পঞ্চায়েতে প্রার্থী হতে গেলে প্রয়োজন হবে মানুষের শংসাপত্রের। মানুষ শংসাপত্র না দিলে সেই ব্যক্তিকে প্রার্থী করা যাবে না আসন্ন পঞ্চায়েতে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, এমলাকার মানুষ যেমন প্রার্থীকে চান, ঠিক তেমনই প্রার্থী দেবে দল। এবার ফর্মুলা মেনে প্রার্থী দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত বিষয়ে জনতার মতামত নিতে মোবাইল নম্বরও দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূলে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, তা অদূর ভবিষ্যতেই জানা যাবে। আপাতত পঞ্চায়েত ভোটের টিকিট বিলি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এমন প্রার্থীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড় করাতে, যাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করতে পারেন এলাকার মানুষ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই দলীয় প্রার্থী ঠিক হবে। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছেন দিদির দূতেরা। একাধিক জেলায় পঞ্চায়েত প্রধানদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দুর্নীতির সঙ্গে কোনো আপোশ করবে না তারা।

সমস্ত স্তর থেকে মতামত নিয়ে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। একটি তালিকা তৈরি করে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দু-তিনটি বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে তৃণমূল সূত্রে জানানো হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করেছে, এলাকার মানুষ চেনেন এমন লোককে প্রার্থী করতে হবে। প্রার্থী হতে গেলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ হতে হবে। সারাবছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে পারবেন, এমন কাউকেই প্রার্থী হিসেবে বেছে নিতে চাইছে তৃণমূল। আর গতবার জিতেছিলেন কিন্তু বর্তমানে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন এমন জনপ্রতিনিধিদের চিহ্নিত করতে চাইছে তৃণমূল। তৃণমূল ঠিক করেছে, যে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন, তিনি টিকিট পাবেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তরুণ প্রজন্ম ও মহিলাদের এগিয়ে আনতে চাইছে তৃণমূল। যুব মহিলাদের কাঁধে ভর দিয়ে আর স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাদের সামনে রেখেই তৃণমূল চাইছে ভোট বৈতরণী পার করতে।

মহিলারা বেশি নিপীড়িত আফগানিস্তানে

প্রথম পাতার পর

২০২১ সালের অগস্টে আফগানিস্তানে দ্বিতীয় বার ক্ষমতা দখলের পর প্রাথমিক ভাবে তালিবান জানিয়েছিল নারীদের অধিকার হরণের অভিপ্রায় তাদের নেই। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে যায় নব্বইয়ের দশকের প্রথম দফার শাসনের মতোই এ বারও তাদের লক্ষ্য, ইসলামের নামে কট্টরপন্থী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এমনকি মহিলারাও স্কুলে যেতে ভয়পায়। নানা বাধা অতিক্রম করে অনেক মহিলা তাঁরা স্কুলে যায়। উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ সংকুচিত করার পাশাপাশি পর্দাপ্রথা বাধ্যতামূলক করা এমনকি, একা বাড়ির বাইরে বার হওয়ার উপরেও নানা বিধিনিষেধ জারি হয়েছে সেখানে।

ফুরফুরা শরিফের ইসালে সওয়াবে শরবত ও পানি বিতরণ

মোশাররফ হোসেন, ফুরফুরা: শরিফ তিন দিন ধরে চলা ফুরফুরা শরিফের ঐতিহাসিক বাৎসরিক ইসালে সওয়াব সম্পন্ন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার সকালে। ফুরফুরা শরিফের এই ইসালে সওয়াব তথা জলসা ঘিরে বাংলাভাষী মুসলিমদের মাঝে এক প্রবল আবেগ এবং উদ্দীপনা বিরাজ করে। এই জলসায় শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরাই নয়, বরং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালি, এমনকী ওপার বাংলার মুসলিমরাও পাড়ি জমান ফুরফুরা শরিফের উদ্দেশ্যে।

ঐতিহাসিক ফুরফুরা শরিফের বাৎসরিক এই অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের সমাগম হয়। এই সমস্ত আগত মেহমানদের যাতে কোনরকম অসুবিধের সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য ওই অঞ্চলের আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে বহু মানুষ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন রকম সেবা ও সহযোগিতামূলক কাজে স্বেচ্ছায় ব্রতী হন। এমনই একটি স্বেচ্ছাসেবী দলকে দেখা গেল যাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ভক্ত, মুরীদ তথা মেহমানদের রাস্তায় রাস্তায় শরবত ও পানি পান করালেন। এঁরা সকলেই পার্শ্ববর্তী বড়া তেলিয়ামোড়, বড়া সাহানা, পহলামপুর, কাপাসএড়িয়া ও বড়তাজপুর গ্রামের বাসিন্দা। এঁদের মতো মানুষদের প্রতি বছর এমন নিঃস্বার্থ সেবামূলক কাজ সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

উলুবেড়িয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে শাসকদল পরাজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়া আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে জয়লাভ করেছে 'বার বাঁচাও কমিটি'। মোট ১৮ টি আসনের মধ্যে ১১ টি আসনে জয়ী হয়েছে বার বাঁচাও কমিটি। বাকি ৭টি আসনে জয়ী হয়েছে শাসক দল। দেওয়ানী ও ফৌজদারি দুই বিভাগেই সভাপতি, সম্পাদক-সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে বিরোধী দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। গত শনিবার উলুবেড়িয়া আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয়েছিল। সোমবার সেই নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। আর তাতেই উলুবেড়িয়া বার অ্যাসোসিয়েশন বিরোধীরা ছিনিয়ে নিল শাসক শিবিরের কাছ থেকে।

এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক প্রতীক ছিল না। তা সত্ত্বেও শাসক দলের নেতারা বিরোধীপক্ষের এই জয়কে রাম-বামের জোট বলে মন্তব্য করেন। উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস বলেন, ফের এটা প্রমাণিত হল রাম ও বাম একত্রিত। রাম-বাম একে অপরের পরিপূরক। যদিও বার অ্যাসোসিয়েশনের ফৌজদারী বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী প্রার্থী খাইরুল বাশার বলেন, ''এখানে দলীয় প্রতীক ছাড়াই ভোটাভুটি হয়েছে। আইনজীবীরা সম্মিলিতভাবে প্রার্থী দিয়েছেন। আমরা সকলকেই শুভেচ্ছা জানাই এবং আগামী দিনে সকল সদস্যদের সঙ্গে নিয়েই আমরা বোর্ড পরিচালনা করব।''

জোরদার লড়াই, ভোট ফুরোলেই জোট

প্রথম পাতার পর

এই অবস্থায় বাকিদের সঙ্গে নিয়ে এনপিপি-বিজেপি জোট সরকার গড়েছিল। ইউডিপি-র ৬, পিডিএফ-এর ৪ এবং দুটি করে এইচএসপিডিপি, বিজেপি ও নির্দলদের সঙ্গী করে সরকার গড়ে এনপিপি জোট।

একইভাবে এবার নাগাল্যান্ডে বিরোধী-শূন্য সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি-জোট। বিজেপি ও এনডিপিপি জোট এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও নিজেদের দিকে টেনে বিরোধী-শূন্য সরকার গড়ার পথে অগ্রসর হল। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বিজেপি জোট ৩৭টি আসন পাওয়ার পর এখন কার্যত ৬০-এ ৬০ করে ফেলল।

নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপি ১২টি আসনে জয় পায়। আর তাদের জোটসঙ্গী এনডিপিপি পায় ২৫টি আসন। এর বাইরে ২৩টি আসন দখল করে ৬টি দল ও নির্দল মিলিয়ে। তারপর ৬টি দলকেও তারা নিজেদের দিকে টেনে নিতে সমর্থ হল। কংগ্রেস নাগাল্যান্ডে শূন্য হয়ে যাওয়ার পর কার্যত বিরোধী দল থাকল না নাগাল্যান্ডে। নাগাল্যান্ডে বিজেপি জোট সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় আসন পাওয়ার পর বাকি দলগুলির প্রায় প্রত্যেকেই তাদের সমর্থন করে বসেছে। বিজেপি ও এনডিপিপি ছাড়াও এনসিপি এখানে সাতটি আসনে জেতে। এছাড়া এনপিপি পাঁচটি, এলজেপি (রামবিলাস), নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ) এবং আরপিআই (আটাওয়ালে) দুটি করে, জেডিইউ একটি এবং নির্দল চারটি আসনে জিতেছে। ভোটের আগে সব লড়াই ভোট শেষে একই জায়গায় এসে মিলিত হয়ে গেল। কংগ্রেস শূন্য বিধানসভা এবার বিরোধী শূন্যও হয়ে গেল।

যোগাযোগ রাখছেন বহু তৃণমূল নেতা

প্রথম পাতার পর

ফলে পরিস্থিতি বুঝে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও দলকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্বস্ত মনে করেন না আইমা সম্পাদক। কারণ, সবাই এদের ব্যবহার করে ফেলে দেয় বলে মনে করেন তিনি। সেই তথ্যও এদিনের সমাবেশ থেকে তুলে ধরেন ভাইজান। তিনি আরও বলেন, ''আইমা কথায় কথায় স্বার্থবাজ রাজনৈতিক নেতাদের মতো জামা পাল্টায় না। কারণ আইমার মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষের জন্য কাজ করা। কোনও রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা ধরা নয়।'' তবু কেন আইমার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করার প্রয়োজন হল? সে ব্যাখ্যাও করেন তিনি।

এদিন জেলার তৃণমূল নেতাদের নিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইমা সুপ্রিমো। এদিনের জন সমাবেশে যাতে কেউ অংশগ্রহণ না করতে পারেন তার জন্য শাসকদলের মুসলিম নেতাদের মাধ্যমে হুইপ জারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি। তাঁর দাবি, এভাবে হুইপ জারি করে আইমাকে আটকানো যাবে না। আগামী পঞ্চায়েত ভোটেই মানুষ শিক্ষা দিয়ে দেবে এদের। তাছাড়া তৃণমূল নেতারা তাঁর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলেও দাবি আইমার কর্ণধারের। তিনি জানান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রথম সারির বহু তৃণমূল নেতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

বার বার ভোটে লড়তে চেয়েও শেষ মুহূর্তে কেন পিছিয়ে যায় আইমা? অনেকেই এই প্রশ্ন তোলেন। এই মঞ্চ এবার তাদের মোক্ষম জবাব দিলেন সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, একমাত্র ২০২১ সালেই ইউএসএফ গঠন করে বিধানসভা ভোটে লড়তে চেয়েছিল আইমা। কিন্তু পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিজেপি চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। ফলে সে যাত্রায় পিছিয়ে আসতে হয়।

তৃণমূল যদি মনে করে থাকে মুসলমানদের কথা বলার লোক নেই তাহলে ভুল করছে। রুহুল আমিনের টিকি কারও কাছে বাঁধা নেই যে, তিনি কাউকে ভয় পাবেন। ঠিক এই ভাষাতেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিলেন আইমা সুপ্রিমো। তবে মানুষ পাশে থাকলে আইমা যে তাঁদের হয়ে গলা ফাটাবে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, সেই ঘোষণাও করেন তিনি এদিনের সমাবেশ থেকে।

সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান ছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন আইমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অধ্যাপক তিমির বরণ সিনহা-সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব বিষ্ণুপদ পণ্ডা, হাজি আবদুল মাজেদ, সেখ আবদুল সেলিম, সেখ আবদুল রফিক (রকি) ছাড়াও হলদিয়া পৌর আইমার সকল নেতাকর্মীরা।

পঞ্চায়েত ভোট: সাগরবার ও ভোগপুর আইমার কর্মীদের নিয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন শিয়রে। এই অবস্থায় জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে ভোটের প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। পিছিয়ে নেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও। পঞ্চায়েত ভোটে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা লড়াই করবেন বলে অনেক আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেই অনুযায়ী চলছে সংগঠন মজবুত করার কাজ। একইসঙ্গে ছোটো ছোটো কর্মিসভা, মিটিং, মিছিলের আয়োজন করা হচ্ছে আইমার বিভিন্ন ইউনিটের পক্ষ থেকে। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লড়াইয়ের ময়দানে। তাঁর নির্দেশ মেনেই চলছে প্রচারের কাজ। এবার আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কোলাঘাটে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি বিশেষ আলোচনাসভা। সাগরবার ও ভোগপুর আইমা ইউনিটের কর্মীদের নিয়ে বিশেষ এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ও স্থানীয়স্তরের একাধিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের দিক নির্দেশনা ঠিক করে দেন। কীভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়াও ভোটে শাসকদলের রিগিং ও সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তাঁরা। পাশাপাশি উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দেওয়ার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বকে দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয় এই আলোচনাসভা থেকে। তবে সবকিছুই যে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে পরিচালিত হবে, এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তাঁরা।

ইসলামি জলসার দাওয়াতে বাংলাদেশ সফরে প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব এবং আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

নাটোরে আইমা সুপ্রিমোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক্বারী জুবায়ের আহমেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত জানুয়ারি মাসে প্রতাপপুর দরবার শরিফে ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে হাজির হয়েছিলেন বিশিষ্ট ক্বারী জনাব জুবায়ের আহমেদ তাসরিফ। তাঁর নম্র-ভদ্র ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল এপার বাংলার মানুষকে। প্রতাপপুর দরবার শরিফে এসে তিনি মন জয় করে নিয়েছিলেন সকলের। এবার বাংলাদেশ সফরে জলসার দাওয়াতে গেলে ক্বারী জুবায়ের আহমেদ তাসরিফ এসে দেখা করলেন প্রাণপ্রিয় ভাইজান তথা আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের সঙ্গে। বাংলাদেশের নাটোরে জলসা শেষে ভাইজান-প্রেমী সুললিত কণ্ঠের অধিকারী এই ক্বারী ভাইজানের সঙ্গে দেখা করার পর আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। ভাইজান নিজেও অত্যন্ত খুশি হন নবীন ক্বারী জুবায়ের আহমেদ তাসরিফকে দেখে।

গত ৩ মার্চ শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত কামিনাচক আইমা ইউনিটের সদস্যরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে। তাঁর হাতে একটি সুদৃশ্য মেমেন্টো তুলে দেওয়া হয় ইউনিটের তরফ থেকে।

কাজে বঞ্চনার বিরুদ্ধে মাস পিটিশন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকারি কাজে ঢিলেমি বা বঞ্চনার অভিযোগ নতুন কিছু নয়। প্রশাসনের বিরুদ্ধে বহুবার অভিযোগ ওঠে, আবার তা স্তিমিতও হয়ে যায়। ধৈর্য্য ধরতে ধরতে একটা সময় মানুষের প্রতিবাদের ভাষাটুকুও হারিয়ে যায়। ফলে বঞ্চনার ইতিহাস কখনওই শেষ হয় না। শাসক আসে, শাসক যায়। আম জনতার জীবনের কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তাই বলে কি বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই থেমে থাকবে? অন্তত অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব যতদিন আছে ততদিন লড়াই থেমে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ, আইমার জন্মই হয়েছে মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য, বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেবার জন্য। আইমা ভিক্ষার নীতিতে বিশ্বাসী নয়, উল্টে মানুষের অধিকারের দাবিতে সরব সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবার সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করলেন গেঁওখালি আইমা ইউনিটের সদস্যরা। তাঁদের উদ্যোগে এবং মহিষাদল ব্লক যুব আইমা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে মহিষাদল থানার ওসি, ওই ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং গ্রাম প্রধানের কাছে বঞ্চনার বিরুদ্ধে মাস পিটিশন জমা দিলেন আইমার সৈনিকরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও সাড়া পড়ে গিয়েছে। তাঁদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও। তাছাড়া আইমার এই সাহসী পদক্ষেপকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন বঞ্চিত মানুষজনও। তাঁদের আশা, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই বাস্তববাদী পদক্ষেপের ফলে দ্রুতই তাঁদের বঞ্চনার সুরাহা হবে।

হাওড়ায় হাবিউল রহমানের হাত ধরে আইমার নতুন ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময় পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়েই অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক ইউনিট তৈরি হয়েছিল। আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফ হওয়ার ফলে শুরুর দিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ততই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আইমার জনপ্রিয়তা। আর সেই জনপ্রিয়তাকে পাথেয় করেই দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে সংগঠনের কাজের পরিধি। মানুষ তাই আইমার ওপর ভরসা করতে শুরু করেছেন। ভিন রাজ্য ওড়িশা এবং দিল্লির পাশাপাশি এই মুহূর্তে বাংলার বেশ কয়েকটি জেলায় মজবুত সংগঠন রয়েছে আইমার। সংগঠনের নেতাকর্মীরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলার পাশাপাশি নতুন নতুন ইউনিটও তৈরি হচ্ছে। এবার আইমার নতুন আরও একটি ইউনিট তৈরি হল হাওড়া জেলায়। গত ৬ মার্চ সোমবার হাওড়া জেলার এই নতুন ইউনিটের জন্ম হল আইমার ওই জেলার অবজার্ভার হাবিউল রহমানের হাত ধরে। হাবিউল সাহেব দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া জেলা আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব হিসাবে কাজ করে চলেছেন। তাঁর উদ্যোগে ওই জেলায় আইমার নতুন ইউনিট তৈরি হওয়ায় খুশি স্থানীয় আইমাকর্মীরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নতুন ইউনিট গঠনের কাজ শেষ হবার পর নতুন ইউনিটে ওই দিন সন্ধ্যা থেকে সংগঠনের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা তুলে ধরেন উপস্থিত নেতৃত্ব। এরপর বেশ কিছু সময় ধরে চলে প্রশ্নোত্তর-পর্ব। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের নেতৃত্ব। সংগঠনকে আরও কীভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়েও আলোকপাত করেন কেউ কেউ। সবমিলিয়ে একটি মনোজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনাসভার সাক্ষী ছিলেন উক্ত সদস্যরা। ইউনিট গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য গুণীজন। এছাড়াও সাধারণ আইমা কর্মীদেরও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতি মাসে এতিম শিশুদের বিরিয়ানি খাইয়ে নজির গড়ছে বেলডাঙা আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেলডাঙা আইমা ইউনিট। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সীমান্তবর্তী একটি স্থানে অবস্থিত অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই সক্রিয় ইউনিটটি। মেইন লাইনে নদিয়ার শেষ সীমানা পলাশি। তারপরেই শুরু হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর। আর এই রেজিনগর অঞ্চলের পরেই অবস্থান বেলডাঙার। জেলার সদর শহর বহরমপুর থেকে মাত্র ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ঐতিহাসিক এই শহরটি। এই রিপোর্টের ক্ষেত্রে যদিও এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বলতে হচ্ছে এই কারণেই যে, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বেলডাঙা ইউনিট বর্তমানে ওই অঞ্চলের মানুষদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাদের কর্মগুণে। নিয়মিত দুঃস্থ, অসহায়, রোগী ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পাশে দাঁড়ানো তো আছেই। এর বাইরে সংগঠনের এই ইউনিটের কর্মীরা যেভাবে এতিম শিশুদের প্রতি মানবিকতা দেখিয়ে চলেছেন, তার নজির খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেশ কয়েকমাস ধরে তাঁরা একটা মহৎ কাজ শুরু করেছেন। প্রতি মাসে নিয়ম করে বেশ কিছু দুঃস্থ ও এতিম বাচ্চাদের ভরপেট বিরিয়ানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে আসছেন এই ইউনিটের সদস্যরা। এমাসেও তার কোনও ব্যতিক্রম হল না। বেলডাঙার খাঁ পাড়ার কয়েকজন এতিম শিশুর মুখে তাঁরা তুলে দিলেন খাবার। কেবলমাত্র অসহায় বাচ্চাগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই যে তাঁদের এই প্রয়াস, জানালেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলম।

আজকের সভ্য সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা যখন অসহায়-এতিম-দুঃস্থ বাচ্চাদের বোঝা বলে মনে করি, তাদের ছায়া মাড়াতে কুণ্ঠাবোধ করি, ঠিক সেই জায়গায় এসে আজও কিছু মানুষ মানবতার পতাকা বহন করে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে। বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সৈনিকরাও সেই মহান পথের পথিক। তাঁদের এই মহানুভবতার কথা তাই লোকমুখে প্রচারিত হয়ে চলেছে অবিরত। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের দেখানো পথে যেভাবে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন এবং তাঁর নির্দেশে কাজ করছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে আইমার মুর্শিদাবাদ জেলার এই ইউনিটটি অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করবে একথা নিঃসন্দেহে বলেই দেওয়া যায়। বেলডাঙা আইমা ইউনিটের এই পদক্ষেপ যেমন সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে, তেমনই দুঃস্থ ও এতিম বাচ্চাগুলো পেটপুরে খাবার পেয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকবে বলে জানা গেল বেলডাঙা আইমা ইউনিটের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে।

গত ৫ মার্চ রবিবার বেতকুণ্ডু অঞ্চলের একাধিক বাড়িতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। শুনলেন তাঁদের নানা সমস্যার কথা। সেইসব সমস্যার যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেও জানালেন তাঁরা।

আইমার পতাকাবাহী ধনঞ্জয় ওঝা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছবিতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম ধনঞ্জয় ওঝা। হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন মানুষ তিনি। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। এই যে ১০ বছর ধরে নিঃস্বার্থভাবে সংগঠনের কাজ করে চলেছেন ধনঞ্জয়বাবু, তার জন্য কোনও কৃতিত্বের দাবি করেন না কখনও। আসলে মানুষটা এমনই। ভালোবাসেন হুজুর কেবলাকে, ভালোবাসেন প্রাণপ্রিয় ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবকে। তাই তাঁদের ভালোবাসার টানেই আইমাতে আসা ধনঞ্জয় ওঝার।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক ও প্রাচীন জনপদ হলদিয়ার বাসিন্দা সহজ সরল এই মানুষটি। হলদিয়াবাসী সকলেই গর্বিত তাঁকে নিয়ে। গর্বিত হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের সদস্যরাও। প্রতিবেশী সমাজের একজন মানুষ হয়েও শুধুমাত্র আইমার প্রচারের জন্য যেভাবে তিনি সংগঠনের পতাকা নিয়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান তাতে আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই একটি সংগঠন যারা সম্প্রদায়গত কোনও ভেদাভেদ করে না। আইমাতে সব সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে সমান অধিকার। ধনঞ্জয় ওঝার মতো মানুষেরাই সে কথার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন বার বার।

গেঁওখালি আইমা ইউনিটের উদ্যোগে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একবার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের গেঁওখালি ইউনিট। আইমার কর্ণধার তথা যুব সমাজের আইকন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে গেঁওখালি আইমা ইউনিটের কর্মীরা এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির পাশে দাঁড়ালেন। দুঃস্থ-অসহায় মানুষের জন্য অনেকেই মায়াকান্না কাঁদলেও বাস্তবে সেইসব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বেশিরভাগ সময়ই সহৃদয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা মায়া কান্না কাঁদেন না। তাঁরা বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে জানেন। ফলে সেলফি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্য তাঁরা কারওর পাশে দাঁড়ান না। বরং প্রকৃত অর্থেই মানুষের চাহিদা এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন আইমার কর্মীরা। গেঁওখালি আইমার ইউনিটের সদস্যরা ঠিক সেই পথ ধরেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ওই অসহায় ব্যক্তির দিকে। নাটশাল-১ অঞ্চল নিবাসী অসহায় ওই ব্যক্তির পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, রাজনৈতিক দল বা সরকারের যে কাজ করা উচিত ছিল, অবলীলায় সে কাজ করলেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসহায় ওই পরিবারটির কর্তা নিজেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বাড়ির প্রধান উপার্জনশীল মানুষটাই যদি বসে পড়েন, তাহলে পরিবারও আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যেতে থাকে। এক্ষেত্রেও তেমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। তেমন কেউই সাহায্যের হাত বাড়াননি। কিন্তু আইমা তো সবসময় ব্যতিক্রম। ফলে অসহায় ওই পরিবারের হাতে ফল ও আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন গেঁওখালি আইমা ইউনিটের সদস্যরা। শুধু তাই নয়, এমনকী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থাও করা হল। যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করবে গেঁওখালি আইমা ইউনিট। এভাবেই প্রতি মুহূর্তে যেমন নজির সৃষ্টি করছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন, তেমনই ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখছে সেই অমর উজ্জ্বলতার কাহিনি।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৭ শাবান ১৪৪৪ হিজরি ○ ১০ মার্চ ২০২৩ ○ ২৫ ফাল্গুন ১৪২৯ ○ শুক্রবার

শেষের শুরু

সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে ভরাডুবির পরেও শিক্ষা হয়নি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। উপনির্বাচনের ফল বেরনোর পর থেকেই তৃণমূল নেতাদের দ্বারা বিরোধীদের অনৈতিকভাবে আক্রমণ করে যাওয়া দেখে মনে হয়, এখনও ঘুম ভাঙেনি মাননীয়ার দলের নেতানেত্রীদের। তৃণমূলের পতনের যে অশনি সংকেত শুরু হয়েছে, এই বোধটুকু এখনও তাদের মধ্যে যদি না জন্মায়, তাহলে সামনের পঞ্চায়েত এবং আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়তে খুব একটা সময় লাগবে না তাদের।

আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে চল্লিশ দিন ধরে জেলের মধ্যে আটকে রাখা, অথচ অনেক বেশি মাত্রার অপরাধ করেও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের রেহাই পেয়ে যাওয়া যে বাংলার মানুষ ভালো চোখে দেখেনি সেই আঁচ খানিকটা হলেও পাওয়া গেল সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই।

যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসকের পতন হয়ে আসছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার ইতিহাসটাও দীর্ঘদিনের। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল— এই ক্ষেত্রে সবাই একই পথের পথিক। কয়েকজন মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক নেতাদের সামনের সারিতে তুলে এনে তারা বার বার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, এরাই মুসলিম সম্প্রদায়ের আসল মুখ, বাকি সব নকল। মুসলিমরাও এদের এই টোটকা খেয়ে আসছে শুরু থেকেই। তবে এবার বোধহয় তাদের ঘুম ভেঙেছে একটু দ্রুতই। আর তাতেই বাজিমাত। সাগরদিঘির মতো নিশ্চিত আসন হারাতে হল শাসকদলকে।

তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে বাংলার রাজনীতিতে ধর্ম নিয়ে কোনও মাতামাতি ছিল না। ধর্ম মেনে চলা কংগ্রেস সরকার ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেনি। ধর্ম না-মানা বামফ্রন্ট সরকারও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করেনি। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সে দায় পড়ল কেন? ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে বিজেপির মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক দল। একটা সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শরিক দল ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে খুব একটা সমস্যা হয় না। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ব্যাপার সার বুঝে গেছেন, সেটা হল, ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করা যায়। অধিকার নয়, ভিক্ষা দিয়ে তাদের বশে রাখা যায়। ভোটব্যাঙ্ককে কবজা করে ভোটের বাজারে ফায়দা তোলা যায়। কিন্তু একটা জিনিস তিনি বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি যে, এত পরিকল্পনার পরেও সাগরদিঘি কেন তাঁকে ফিরিয়ে দিল!

গত পুরভোটে রাজ্যজুড়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ২৪০০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শতাংশের হিসাবে দেখতে গেলে এর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮০০ জন প্রার্থী হওয়া উচিত ছিল সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে। সেখানে সাকুল্যে ১৫০ জন মতো প্রার্থী করা হয়েছিল এই সম্প্রদায় থেকে। বহু মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে তাদের ওপর হিন্দু প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়। অথচ উল্টোটা কিন্তু কোথাও হয় না। প্রশ্ন উঠবে না? আপনি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' চালু করতে পারেন, আপনি গঙ্গার ঘাটে গঙ্গারতি করতে পারেন, আপনি দুর্গাপূজায় হাজার হাজার ক্লাবকে সরকারি টাকা অনুদান দিতে পারেন। তাহলে আপনি কেন 'খাজাবাবা ভাণ্ডার' করবেন না? কেন আপনি ইদ উৎসব পালন করার জন্য মসজিদগুলোকে সরকারি অনুদান দেবেন না? কেন ইসলামি জলসার আয়োজন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুদান দিয়ে উৎসাহিত করবেন না? এই নিরামিষ প্রশ্নগুলো করলেই আপনার কাছে সাম্প্রদায়িক হিসাবে প্রতিপন্ন হতে হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখুন মাননীয়া। কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে চার শতাংশ উর্দুভাষী মুসলিমদের আপনি নিজের ত্রাতা হিসাবে ভাবছেন, তারা কিন্তু কেউ আপনাকে বাঁচাবে না। এর বাইরে যে ছাব্বিশ শতাংশ বাঙালি মুসলমান আছে, তারাই কিন্তু এতদিন ধরে আপনাকে রক্ষা করে আসছে। তবে আশার কথা, তাদেরও মোহভঙ্গ হয়েছে। যার খানিকটা ট্রেলার আমরা দেখলাম সাগরদিঘিতে। ফলে, সময় থাকতে শুধরে যান। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না। শেষের শুরু হয়ে গেছে আপনার এবং আপনার দলের।

সমৃদ্ধ বাংলাকে শেষ করে দিচ্ছে হিন্দির একচেটিয়া আধিপত্য, কোথায় সমাধান!

মার্কেটের এই নৈতিকতা ভারী মজার। গায়ের জোরে বিদেশি দ্রব্য বর্জন অনৈতিক, কিন্তু গায়ের জোরে তাঁতিদের গণহত্যা নৈতিক। তা এর উল্টোদিকের যুক্তিটাই সহজবোধ্য এবং জোরালো। বাজার যদি মুক্ত হয়, তাহলে নানা ব্র্যান্ড চরে খাবে তাতে, এটা অবশ্যই বাজারের হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু যদি কোনও ব্র্যান্ডকে সাম্রাজ্যবাদ বা তার রাজনীতি একচেটিয়া অধিকার দিতে চায়, সেটা আর মুক্ত বাজার থাকে না। ওটাকে আটকানোই তখন রাজনীতি। এমনকী মুক্ত বাজারের স্বার্থেও।

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কিছুদিন আগে বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলা সিরিয়ালে হিন্দি গান বাজানো ভালো। কারণ, ''মার্কেটটা তা-ই। মার্কেটে যেতে গেলে, নতুন বিজনেসে যেতে গেলে এটা করতে হয়।'' এরই পাশাপাশি আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে লেখা হয়েছে, ''এবার বাংলা ধারাবাহিকে হিন্দি গানের ব্যবহার নিয়ে তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে মিল রয়েছে টেলিপাড়ার দাবিতেও। ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্তরাও বলেন, দর্শকরা হিন্দি গানের ব্যবহার গ্রহণ করছেন।''

এই মার্কেট বড় আজব জিনিস। যখনই হিসেব মেলে না, মার্কেটের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাংলার তাঁতকে ইংরেজরা গায়ের জোরে ধ্বংস করে দিয়েছিল একটা সময়। তারপর যখন বিদেশি দ্রব্য বয়কটের ডাক এল, তখন শতখানেক বছর পর, তখনও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা খুবই বিচলিত হয়েছিলেন, ফ্রি-মার্কেটে পাবলিক যা খাচ্ছে, খামোখা তা বেচতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন, এই বলে।

মার্কেটের এই নৈতিকতা ভারী মজার। গায়ের জোরে বিদেশি দ্রব্য বর্জন অনৈতিক, কিন্তু গায়ের জোরে তাঁতিদের গণহত্যা নৈতিক। তা এর উল্টোদিকের যুক্তিটাই সহজবোধ্য এবং জোরালো। বাজার যদি মুক্ত হয়, তাহলে নানা ব্র্যান্ড চরে খাবে তাতে, এটা অবশ্যই বাজারের হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু যদি কোনও ব্র্যান্ডকে সাম্রাজ্যবাদ বা তার রাজনীতি একচেটিয়া অধিকার দিতে চায়, সেটা আর মুক্ত বাজার থাকে না। ওটাকে আটকানোই তখন রাজনীতি। এমনকী মুক্ত বাজারের স্বার্থেও।

তা, বাংলা সিরিয়ালের ইতিহাস যদি দেখেন, তাও মূলত একই গোত্রের বস্তু। আশির দশকে যখন সরকারি টিভিতে বাংলা সিরিয়াল চালু হল, জনপ্রিয়ও হল তুমুল, ঠিক সেই সময়ই টিভির প্রাইম টাইম ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল হিন্দি সিরিয়ালকে। সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং শাহরুখ খানের পর্দায় মুখ দেখানো একই দশকে। দুজনেই নায়ক হন টিভির পরে। কিন্তু শাহরুখ ছিলেন 'জাতীয়' তকমায়, রাত্তির নটায়, আর সব্যসাচী 'আঞ্চলিক' ছাপে সাড়ে সাতটায়। লোকজন তো আজকাল প্রচন্ড রাজনৈতিকভাবে সঠিক। তাঁরা জানেন, যে, এটা মুক্ত বাজার নয়, এটা হল কাউকে অনেকটা এগিয়ে দৌড় শুরু করতে দেওয়া, যেটা শুধরোতে গেলে আবার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করতে হয়, যার পোশাকি ইংরিজি নাম 'অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন।' ভারতীয় রাষ্ট্রে বাংলা ভাষার জন্য ইতিবাচক কারবারের বালাই ছিল না, বলা বাহুল্য।

এ হল সরকারি টিভির গপ্পো। এর পরে অনেক চ্যানেল এল। আবারও 'জাতীয়' এবং 'আঞ্চলিক' তকমায়। সেই বাজারে বাংলা সুপার-ডুপার-হিট সিরিয়ালের নাম ছিল 'এক আকাশের নীচে।' বোধহয় তেরো পার্বনের চেয়েও বেশি। এবার উঠে এলেন রজতাভ দত্ত। হিন্দিতে তখন চলছে কে-সিরিজ। কিঁউ-কি-সাস-ভি-কভি-বহু-থি ইত্যাদি (একটু আগে-পরে), যেখানে দামি শাড়ি পরে গৃহবধূরা সারাক্ষণ ঘরে ঘুরে বেড়ান, ফ্যামিলির হাজার-হাজার কোটি টাকার ব্যবসা এবং সারাক্ষণ চলছে ষড়যন্ত্র। সেসবও 'জাতীয়' সংস্কৃতির গর্বিত প্রচার। কিন্তু বাংলা সিরিয়াল নিজের বর্ণ-গন্ধ নিয়ে তখনও চলছে। উঠে যায়নি।

অতঃপর দেখা গেল এক অদ্ভুত জিনিস। বাংলা সিরিয়ালে কে-সিরিজ থেকে টোকা শুরু হল। প্রোডাকশন হাউসের কিছু একটা চক্কর থাকাই স্বাভাবিক, কারণ, আমি ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি, একই টেমপ্লেটে সব ফেলতে পারলে উৎপাদনে বোধহয় খুব সুবিধে হয়। এবং এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া শুরু হল, মার্কেট খুব খাচ্ছে। টিআরপি ইত্যাদি। তা, এই বাজারেও আরেকখানা বাংলা সিরিয়াল খুব হিট করেছিল, যার নাম 'গানের ওপারে।' টিআরপির অজুহাতে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল অল্পদিন পরেই। যদিও, আমরা সবাই জানি, যে, ওটা বিপুল জনপ্রিয় ছিল। এবং এটা শুধু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ না। ওই একটা সিরিয়াল করেই তারকা হয়ে গিয়েছিলেন একাধিক ব্যক্তি। মিমি চক্রবর্তী, গৌরব ইত্যাদিরা। একটা ফ্লপ সিরিয়াল করেই জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা হয়ে গেল কেউ, অথচ সিরিয়ালটাই গেল বন্ধ হয়ে, এ কেন হল?

খুব বড় রহস্য কিছু না। টিআরপি নামক বস্তুটিই এইভাবে বানানো হয়েছে, সর্বভারতীয়ত্বের মাপে। ভোটের মাপে যেমন এক-ব্যক্তি-এক-ভোট, বাজারের মাপে তেমন যত-টাকা-তত-ভোট। বাঙালির সাংস্কৃতিক আধিপত্য যাদের হাতে, নতুন টি-আর-পির মাপে সেটাকে ধরার চেষ্টাই করা হয়নি। টি-আর-পির মাপটাই করা হয়েছে এমন করে, যাতে 'সর্বভারতীয়' প্রোডাকশন হাউসদের টেমপ্লেটে ফেলে সিরিয়াল বানাতে সুবিধে হয়। এর বিশদ অনুসন্ধান অন্যত্র করেছি। যে কেউ পড়ে নিতে পারেন। এখানে বলার এইটুকুই, যে, এই টি-আর-পি মাপটাই, আবারও 'সর্বভারতীয়'। আঞ্চলিকতার কোনো জায়গাই রাখা হয়নি।

ভোটের বাজারে আমরা বলি রিগিং। এই টি-আর-পির নতুন পদ্ধতিটি হল মার্কেট মাপার কাজের রিগিং। এতে করে সরকারিভাবে বাজারের নামে 'সর্বভারতীয়' শক্তির কাছে নতজানু হয়ে বসা হয়। 'গানের ওপারে'কে ফ্লপ ঘোষণা করা হয়। এবং হিন্দি সিরিয়ালকে কপি করতেই হবে, এই বাধ্যবাধকতা তৈরি করা হয়। এই হল, রিগড মার্কেটের ইতিবৃত্ত। প্রথম থেকে শেষ অবধি। তাঁতকে যেমন গায়ের জোরে শেষ করা হয়েছিল, বাংলা সিরিয়ালকে প্রায় সেরকমভাবেই ধ্বংস করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী কোটারিও তৈরি হয়ে গেছে, যাঁরা মূলত কপি-পেস্ট পারদর্শী, অর্থাৎ অন্তর্জলী যাত্রা সম্পূর্ণ। সিরিয়ালের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, কায়দা করে যেটাকে ইন্ডাস্ট্রি বলা হয় তার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত এবং সার্বিকভাবে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীরা, সেই আশি থেকে ২০২৩ অবধি এই পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়ে টুঁ শব্দও করেননি। এবং তারই বিষফল ফলেছে। এখন বলা হচ্ছে, মার্কেট এটাই চায়। এসব স্বদেশি-ফদেশি আবার কেন?

মার্কেটের নামে যেটা চালানো হচ্ছে, খুব জোরালো একটা রাজনৈতিক আওয়াজ না থাকলে সেটা বন্ধ করা, এই মুহূর্তে অসম্ভব। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বাজারে বাংলার জন্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন প্রয়োজন। কিন্তু কে নেবে দায়িত্ব? কীভাবে হবে এই অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশনের কাজ? বাংলার সব রাজনৈতিক দলগুলোই তো এখন দিল্লিমুখী। অতএব হিন্দি ভাষা, 'হিন্দি বাসা' জিন্দাবাদ। বাংলা থাক তিমিরেই।

আল কোরানের অমূল্য বাণী

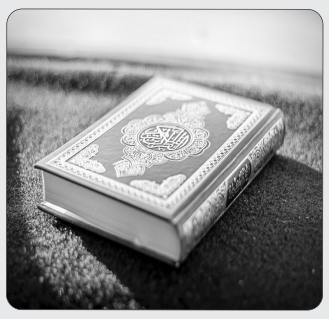

আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো
ইরশাদ হয়েছে, ''তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।'' (সূরা নাসর, আয়াত— ৩)

সম্পদ আল্লাহর শাস্তি রোধ করতে পারে না
ইরশাদ হয়েছে, ''ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনও কাজে আসেনি। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে।'' (সূরা লাহাব, আয়াত— ১-৩)

সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী
ইরশাদ হয়েছে, ''বলো, তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী)।'' (সূরা ইখলাস, আয়াত— ১-২)

কেউ আল্লাহর সমতুল্য নয়
ইরশাদ হয়েছে, ''তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।ক্ষ্ম (সূরা ইখলাস, আয়াত— ৩-৪)

আল্লাহর আশ্রয় কামনা করো
ইরশাদ হয়েছে, ''বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার স্রষ্টার; তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।'' (সূরা ফালাক, আয়াত— ১-২)

জীবন বদলের বাণী

যে তোমার উপদেশ শুনিতে চাহে তাকে ছাড়া আর কাহাকেও উপদেশ দিও না।

—হজরত আলি রা.

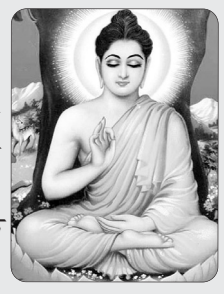

যেখানে সত্য প্রকাশের জন্য যন্ত্রণা সহ্য করা হয়। সেখানে শেষপর্যন্ত সত্যের জয় হয়।

—গৌতম বুদ্ধ

জানা-অজানা

পৃথিবীতে ৬টি স্থান রয়েছে যেখানে সূর্য অস্ত যায় না

জানেন সেই বিরল স্থানগুলি কোথায়

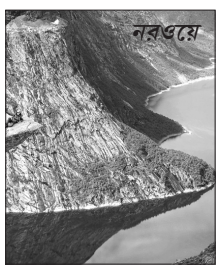

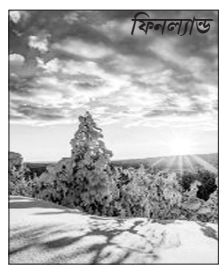

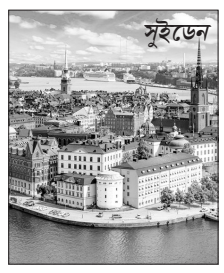

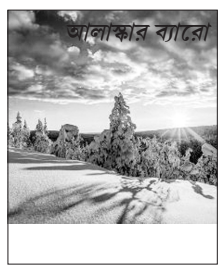

বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুটুই বা আমরা জানি। আমরা কি জানি, পৃথিবীতে এমন স্থান রয়েছে, যেখানে সূর্য অস্ত যায় না! কোথায় অবস্থিত সেই স্থান। এমন চমৎকার ঘটে চলে কোন দেশে? সাধারণ ধারণা এই যে পৃথিবীর ১২ ঘণ্টা দিন, ১২ ঘণ্টা রাত। কিন্তু এমনও জায়গা আছে দিনের ২৪ ঘণ্টাই আকাশে থাকে সূর্যের উপস্থিতি।

পৃথিবীতে এমনও জায়গা আছে, যেখানে টানা ৭৬ দিন ধরে সূর্য আকাশে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ ৭৬ দিন সূর্যাস্ত হয় না। বিভ্রান্ত হবে না, এই বিস্ময়কর কাণ্ড দিনের পর দিন বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে ঘটে চলেছে। পৃথিবীতে এমন অত্যাশ্চর্য স্থান আছে ৬টি, যেখানে সূর্য অস্ত যায় না ২৪ ঘণ্টায়।

আসুন, আমরা পরিচয় করে নিই সেই ৬ অত্যাশ্চর্য জায়গার সঙ্গে।

নরওয়ে

আমরা প্রায় সকলেই জানি নরওয়েকে নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয়। নরওয়েতে মধ্যরাতে সূর্য দেখা যায়। আসলে সূর্যে এখানে ৭৬ দিন অস্ত যায় না। সারাক্ষণ সূর্য দেখা যায় আকাশে। এই নরওয়ে উত্তর ইউরোপে অবস্থিত। আর্কটিক সার্কেলে অবস্থিত। এখানে মে মাস থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৭৬ দিন সূর্যের অস্ত হয় না। অর্থাৎ দিন থাকে। নরওয়ের স্যালবার্ড অঞ্চলে ১০ এপ্রিল থেকে ২৩ অগাস্টচ পর্যন্ত একটা সূর্য আকাশে প্রতীয়মান থাকে।

কানাডার নুনাভুত

কানাডার নুনাভুতেও সূর্য অস্ত যায় না প্রতিদিন। কানাডার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এই জায়গা। এটিও আর্কটিক সার্কেলের কাছেই। আর্কটিক সার্কেল থেকে মাত্র দুই ডিগ্রি উপরে এই অঞ্চল। এখানে সূর্য আকাশে দেখা যায় টানা ২ মাস। আবার শীতকালে এই স্থানে প্রায় ৩০ দিন সূর্যের আলো দেখা যায় না, অন্ধকার থাকে।

আইসল্যান্ড

ইউরোপের বৃহত্তম দ্বীপগুলির অন্যতম আইসল্যান্ডে ২৪ ঘণ্টা সূর্যের আলো থাকে। গ্রীষ্মকালে আইসল্যান্ডের আকাশে রাতেও থাকে সূর্যের আলো। জুন মাসে সূর্য কখনইও অস্ত যায় না। মাসভর দিন থাকে আইসল্যান্ডে। মধ্যরাতের সূর্যের দেখা পাওয়া এখানে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। মধ্যরাতে সূর্য দেখতে হলে আইসল্যান্ডের আর্কটিক সার্কেলের আকুরেরি ও গ্রিমসি দ্বীপ শহরে যেতে হবে।

আলাস্কার ব্যারো

আলাস্কা পৃথিবীর এমন একটি শহর যা শীত ও গ্রীষ্ম উভয় সময়েই নান্দনিক। মে মাসের শেষ থেকে জুলাই মাসের শেষের দিকে প্রায় দু-মাস এই অঞ্চলে কখনই সূর্য অস্ত যায় না। আবার নভেম্বর এলে আলাস্কার ব্যারো শহর সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যায়। সারা মাস ভর রাত নেমে আসে আলাস্কার ব্যারো শহরে।

ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ডও সেই দেশে যেখামে টানা প্রায় ৭৩ দিন রৌদ্রকরোজ্জ্বল থাকে। টানা ৭৩ দিন সূর্যের উপস্থিতিতে মানুষ কম ঘুমায়। আর শীতকালে বেশি ঘুমায়। শীতকালে রোদ থাকে না। অন্ধকার থাকে ফিনল্যান্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ফিনল্যান্ডের স্কিইং এবং ইগলুতে সূর্যের উপস্থিতি সবথেকে ভালো
দেখা যায়।

সুইডেন

সুইডেনে মাঝারাতে সূর্যে অস্ত যায়। আবার ভোর না হতে হতেই সূর্য উদয় হয়ে যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সূর্য থাকে না আকাশে। এখানে একটানা রোদ থাকে বছরের ৬ মাস। এই ৬ মাস এখানে মানুষ কাটায় নানা মজা করে। বাকি ৬ মাসের রোদ না থাকার আনন্দ তাঁরা মিটিয়ে নেন এই ৬ মাসেই।

পৃথিবীতে এমনও জায়গা আছে, যেখানে টানা ৭৬ দিন ধরে সূর্য আকাশে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ ৭৬ দিন সূর্যাস্ত হয় না। বিভ্রান্ত হবে না, এই বিস্ময়কর কাণ্ড দিনের পর দিন বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে ঘটে চলেছে।

পরিবেশ

১২২ বছরের উষ্ণতম ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি

মার্চে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস আইএমডি-র

১৯০১ সাল থেকে এত গরম ফেব্রুয়ারি দেখেননি বিশেষজ্ঞরা। ১২২ বছরের ইতিহাসে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস ছিল উষ্ণতম। শুধু উষ্ণতম ফেব্রুয়ারিই নয়, এ বছর আরও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দফতর। মোট কথা গরমে গরমে কাটবে ২০২৩-এর গ্রীষ্মকাল।

ভারতের আবহাওয়া দফতরের একজন সিনিয়র বিজ্ঞানী এসসি ভান জানিয়েছেন, ৩১ মে শেষ হওয়া আগামী তিন মাসে দেশের বেশিরভাগ অংশে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা প্রবল। তাপপ্রবাহের মাত্রা বাড়বে উত্তরোত্তর। ভারত আগামী মাসগুলিতে গরম আবহাওয়ার মুখে মুখি হবে। গত বছরের তীব্র তাপপ্রবাহের থেকেও এবার আরও বেশি উষ্ণ থাকবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে আবহাওয়া দফতররে পক্ষ থেকে। তাপপ্রবাহের পুনরাবৃত্তিতে ফসলের ফলন তীব্র ক্ষতির মুখে পড়বে। খরার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। আরও জানানো হয়েছে দেশের বিদ্যুৎ পরিষেবায় এবার চাপ পড়বে।

গ্রীষ্মকালের শুরু না হতে হতেই যে পূর্বাভাস এসেছে, তাতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে কৃষি দফতর, বিদ্যুৎ দফতরও। কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রকে আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। গত বছর ভারত এক শতাধীরও বেশি সময়ের মধ্যে সবথেকে উষ্ণ মার্চের শিকার হয়েছিল। ফলে শস্য নষ্ট হয়েছিল বহুল পরিমাণে, সরকার রফতানি করতে পারেনি ফসল। ভারতের আবহাওয়া দফতর আইএমডি অনুসারে, এবারের ফেব্রুয়ারিতে ১৯০১ সালের পর সারা দেশে তাপমাত্রার মাসিক গড় ছিল সর্বোচ্চ। মার্চ মাসে তাপমাত্রা গম উৎপাদনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। উপকূলবর্তী অঞ্চল ছাড়া বেশিরভাগ অংশেরই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে।

আশঙ্কা করা হয়েছে, এবারের তাপপ্রবাহ ভারতের গম উৎপাদনকে টানা দ্বিতীয় বছরের জন্য কমিয়ে দিতে পারে। ফলে খাদ্য খরচ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আবহাওয়া। চিনের পরেই ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্য উৎপাদক দেশ। কিন্তু বিশ্ব বাজার রফতানি করতে ব্যর্থ হতে পারে ভারত।

ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভারতের এই চরম আবহাওয়া, তাপপ্রবাহ, প্রবল বন্যা এবং তীব্র খরা প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করছে। জ্বালানির চাহিদা বাড়ছে। দেশে ব্ল্যাকআউট এড়াতে এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহের উপর চাপ কমাতে সাহায্য করার জন্য আমদানি করা কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে আগামী তিন মাস পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করতে বলা হয়েছে। এয়ার কন্ডিশনার এবং সেচ পাম্প থেকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে জেনারেটরগুলি আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

২০১৫ সাল থেকে তাপপ্রবাহ বেড়েই চলেছে ভারতে। একটা একটা করে তাপপ্রবাহের শিকার হওয়া রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গিয়েছে তাপপ্রবাহ ঘটে চলা রাজ্যের সংখ্যা। দেশে তাপপ্রবাহ হানা দেয় বর্তমানে ২৩টি রাজ্যে। গ্রীষ্মের স্বাভাবিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রার থেকে বেশি হবে এবারের তাপমাত্রা।

শান্তি রক্ষায় অভিনব পন্থা

আস্ত মসজিদ ঢাকল কালো ত্রিপলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রঙের উৎসবের দিনগুলিতে রং যাতে ছিটকে না লাগে, তারজন্য আস্ত একটা মসজিদকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। শান্তি বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত বলে মসজিদ কমিটির তরফে দাবি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তপ্রদেশের আলিগড়ে। হোলিকা দহনের পর দেশজুড়ে মঙ্গলবার দোল উৎসবে মেতে ওঠে মানুষ।

বুধবার পালিত হয় হোলি। এই দুই দিন রং মর্মে লাগুক, মসজিদে যাতে না লাগে তার জন্য এই অভিনব পন্থা। সূত্রের খবর, আলিগড়ের সবচেয়ে স্পর্শকাতর কোতোয়ালি এলাকায় আধুল করিম মসজিদটি অবস্থিত।

তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে গত কয়েক বছর ধরে এভাবে হোলি উৎসবের আগে মসজিদটি ঢেকে দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রতিবারে মতো এবারও রংয়ের উৎসবের আবহে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আলিগড়ের পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশে মসজিদটি ঢেকে দেওয়া হয় কালো ত্রিপল দিয়ে।

মসজিদ পরিচালন কমিটির সদস্য হাজি মহম্মদ ইকবাল জানিয়েছেন, কেউ যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদের গায়ে রং কিংবা নোংরা ছুঁড়তে না পারে তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশেই মসজিদটিকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা আকিল পালওয়ান জানিয়েছেন, যোগী আদিত্যনাথ উত্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে রংয়ের উৎসবের সময় মসজিদটি ঢেকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ছয়-সাত বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে। রংয়ের দিনগুলিতে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে কড়া পুলিশি টহল চলে বলেও জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে উত্তরপ্রদেশের আলিগড় শহর। সেই সময় ঘটে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মতো ঘটনা। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছড়িয়ে পড়া সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ হিংসার রূপ নেয়। প্রতিবাদীদের নিশানার হাত থেকে রক্ষা পায়নি সরকারি সম্পত্তিও। যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

শবে বরাতের দোয়া। কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটি গোরস্থানে কোরান পাঠ করে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে আত্মীয়-পরিজনদের আত্মার শান্তি কামনা।

ভারতের সামরিক শক্তি কয়েক গুণ বাড়ায় ব্যাকফুটে চিন, কাঁপছে পাকিস্তান !

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে তৈরি প্রথম যুদ্ধবিমানবাহী যুদ্ধজাহাজের নাম আইএনএস বিক্রান্ত। চলতি বছরে ২ সেপ্টেম্বর, আইএনএস বিক্রান্ত-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেরলের কোচি থেকে জলে ভাসানো হয় বিক্রান্তকে। যা মূলত ভারতীয় নৌবাহিনীর ইতিহাসে মাইলস্টোন। বিক্রান্ত ভারতে তৈরি প্রথম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। ভারতের নৌ-ইতিহাসে এই প্রথম এত বড় যুদ্ধজাহাজ তৈরি হয়েছে। উদ্বোধনের দিন মোদী বলেন, 'আইএনএস বিক্রান্ত শুধুমাত্র একটি যুদ্ধাস্ত্র নয়। ভারতের দক্ষতা এবং প্রতিভারও প্রমাণ।

আরও বিধ্বসী হয়ে উঠছে অগ্নি ফাইভ। চাইলে সাত হাজার কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেক্ষেত্রে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ভারতের এই ব্যালিস্টিক মিসাইল। ভারত থেকেই চিনের ভিতরে গিয়ে আঘাত হানতে সক্ষম অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। মনে করা হচ্ছে, এই ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা কাছ থেকে দেখতে ফের ভারত সাগরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে চিনা জাহাজ।

গুপ্তচর জাহাজ লাগিয়েও চিন ভারতের অগ্নি ফাইভ মিসাইল এর ঠিকানা শেষ পর্যন্ত পায়নি। চিন বিশ্বাস করে তাদের দং ফেং মিসাইলকে পেছনে ফেলতে পারে ভারতের এই অগ্নি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নাগ এবং রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি শধের চেয়ে দ্রুতগামী (সুপারসনিক) ব্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মস। ডিআরডিওর তৈরি ভারী ট্যাঙ্ক অর্জুন এবং সাঁজোয়া গাড়িবাহিত ১৫৫ মিলিমিটার হাউইৎজার 'কে-৯ বজ্র'।

প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বেসরকারি সংস্থাকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার কথা কয়েক বছর আগেই ঘোষণা করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। সেই নীতি মেনেই টাটা গোষ্ঠীর তৈরি 'কুইক রিঅ্যাকশন ফাইটিং ভেহিকল' ঠাঁই নিয়েছে সেনায়। হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড' (হ্যাল)-এর তৈরি 'প্রচণ্ড', 'ধ্রুব' এবং 'রুদ্র' কপ্টারকেও নিজেদের মতো করে তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে ভারত। লাদাখ, সিকিম, অরুণাচল থেকে শুরু করে কাশ্মীর সীমান্ত পর্যন্ত অ্যাটাক হেলিকপ্টার শক্তি বৃদ্ধি করেছে ভারতীয় সেনার।

যুদ্ধ ট্যাংকের মতো হলেও এটা আসলে ট্যাঙ্ক নয়। নাম কে নাইন বজ্র। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি করেছে ভারত। যেকোনো জায়গায় তাড়াতাড়ি পৌঁছে মিনিটে পাঁচটা গোলা মারতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি ভারতীয় নৌবাহিনী আমেরিকার তৈরি এফ ১৮ সুপার হর্নেট অথবা ফ্রান্সের রাফায়েল মেরিনের মধ্যে যে কোনও একটি যুদ্ধবিমানকে বেছে নেবে। ২৬টি যুদ্ধবিমান নেভির জন্য কিনছে ভারত।

কয়েক মাস আগে থেকেই আমেরিকার তৈরি আধুনিক রাইফেল সিগ ৭১৬ ব্যবহার করছে ভারতীয় সেনা। এই রাইফেল লাইট মেশিন গান হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একে ২০৩ রাইফেল তৈরি করবে ভারত। ইতিমধ্যে ভারতের হাতে ১০০০ রাইফেল এসেছে। আরো দু মাসের মধ্যে বাকি ১০০০ আসবে। আমেথিতে কারখানা নির্মাণ হয়ে গেলে দ্রুতভাবে বাড়ানো হবে এই রাইফেল তৈরির প্রক্রিয়া

'আমাদের সংসদে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিরোধীদের মাইক'

মোদী সরকারের সমালোচনা রাহুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের একবার বিদেশের মাটিতে মোদী সরকারের সমালোচনা করলেন রাহুল গান্ধী। লন্ডনে ব্রিটিশ সাংসদ-বিধায়কদের মঞ্চে রাহুলের মুখে শোনা গেল দেশের গণতন্ত্র খর্ব হওয়ার কথা। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয় ভারতীয় সংসদে। এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস সাংসদ। একইসঙ্গে আরএসএস-কে ফ্যাস্টিস্ট বলেও তকমা দেন তিনি।

ব্রিটিশ সাংসদ-বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনাসভার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী দেখেন তাঁর মাইক খারাপ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিছক মজার ছলে বলেন, ''এই পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতীয় সংসদের অমিল রয়েছে। তবে সেখানে মাইক খারাপ হয় না। বিতর্ক চলাকালীন বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়।''

ব্রিটিশ এমপি বীরেন্দ্র শর্মার আমন্ত্রণে হাউস অব কমন্সের ব্রিটিশ এমপি-দের একাংশের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল। তিনি বলেন, ''নোটবন্দি, জিএসটি, চিনা আগ্রাসনের মতো বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনাই করতে দেওয়া হয়নি ভারতীয় সংসদে। আমার সংসদের বিতর্কের কথা মনে আছে। আমি কথা বলার সময় বহুবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাইক্রোফোন। কিন্তু, এখন আমরা সংসদের বদলে অন্য মঞ্চে

বিতর্কের জন্য প্রশ্ন তৈরি করি। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সংসদের বাইরে দাঁড়ানোর জন্যও আমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে আমাদের লড়াই চলবে।''

অনুষ্ঠান চলাকালীন ব্রিটিশ সাংসদ বিধায়কদের দেখা গিয়েছে রাহুলের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যেতে। অনেকে আবার করতালিও দিয়েছেন। সোমবার রাতে লন্ডনের চ্যাথাম হাউজে একটি আলোচনাসভায় রাহুল গান্ধী বিজেপি-র উৎস নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ''গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে আরএসএস। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে আরএসএস। দেশের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রকৃতিই পালটে দিয়েছে।''

মাত্র কিছুদিন আগেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, ''ইজরায়েলি স্পাইওয়্যার পেগাসাস ব্যবহার করে আমার ফোনে আড়ি পাতা হত। আমাকে ইন্টালিজেন্স এজেন্সি থেকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আমি যেন সাবধান হয়ে যাই। আমি যেন বুঝে শুনে ফোনে কথা বলি। কারণ আমার ফোন কল রেকর্ড করা হচ্ছে।'' রাহুল গান্ধী আরও বলেন, ''সকলেই জানে ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন। আমি একজন বিরোধী নেতা। আমরা এই বিপন্নতা সর্বক্ষণ অনুভব করি। সংসদ, সংবাদমাধ্যম, বিচার ব্যবস্থা সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করা হচ্ছে। ফলে গোড়াতেই আমাদের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।''

'বাবার কিছু হলে কাউকে ছাড়ব না !' কড়া বার্তা লালু-কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমে মা আর তার পরদিনই বাবা। লাগাতার বাড়িতে সিবিআই হানা নিয়ে এবার সরব হলেন লালু প্রসাদের কন্যা রোহিনী আচার্য। অসুস্থ বাবার যদি কোনওরকম ক্ষতি হয় তবে তিনি কাউকে রেয়াত করবেন না। সাফ জানিয়ে দিলেন রোহিনী। এদিন টুইটারে একটি কড়া বার্তা দেন তিনি। রোহিনী আচার্য লেখেন, ''বাবাকে নাগাড়ে বিরক্ত করা হচ্ছে। বাবার যদি কিছু হয় আমি কাউকে ছেড়ে দেব না। বাবাকে এভাবে হেনস্থা করা একদম উচিত নয়। সব আমি মনে রাখব। সময় এলে সবকিছুর উত্তর দেবো। এটা যেন সবাই মাথায় ঢুকিয়ে নেয়।''

এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেন, ''৭৪ বছরের এই নেতা এখনও দিল্লির কুর্সি নড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না।'' রোহিনী আচার্যর এই বার্তা যে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্দেশ্যে করেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বারবার তাঁদের বাড়ি গিয়ে প্রবীণ এই রাজনীতিবিদকে জিজ্ঞাসাবাদ মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছেন না লালু কন্যা। এ কথা টুইট বার্তায় স্পষ্ট বুঝিয়েছেন রোহিনী।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক অ-বিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী নেতারা চিঠি লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। চিঠির সারমর্ম ছিল, বিরোধীদের উপর

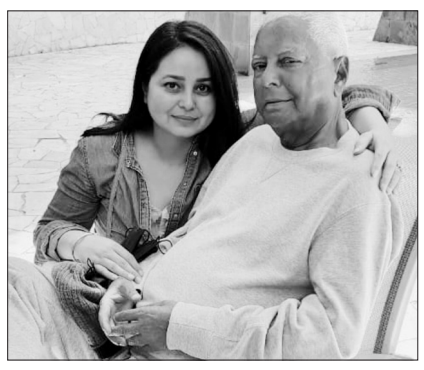

কেন্দ্রীয় এজেন্সির বেলাগাম প্রয়োগ। ঘটনাটক্রে সেই তালিকায় ছিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবীও। ঠিক তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই লালুকে জেরা করতে দিল্লির বাড়িতে পৌঁছে যায় সিবিআই। সোমবার আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের স্ত্রী রাবড়ি দেবীর পাটনার বাসভবনে যান ১২ সদস্যের সিবিআইয়ের টিম। আর তারপর মঙ্গলবার মেয়ে মিশার বাড়িতে পৌঁছয় আরও একটি সিবিআই টিম। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে লালু প্রসাদ যাদবকে। বারবার এভাবে বাবা-মাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির জিজ্ঞাসবাদের মুখে পড়তে হওয়ায় কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রোহিনী আচার্য।

বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন লালু প্রসাদের কন্যা রোহিনী। বাবাকে নিজের একটি কিডনি দান করে নজির তৈরি করেছেন তিনি। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের হাসপাতালেই কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে আরজেডি প্রধানের। মেয়ের অঙ্গদানের মাধ্যমে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন লালু প্রসাদ যাদব। দেশে ফিরলেও এখনও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হননি লালু। নিয়মিত তাঁর চিকিৎসা চলছে। বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে বলেছেন চিকিৎসকরা। সে ক্ষেত্রে কোনওরকম উত্তেজনা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলেও মনে করছেন না রোহিনী।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

বৌবাজারের কাজ শেষ এপ্রিলেই ট্রায়াল রান হাওড়া মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী এপ্রিল মাসেই গঙ্গার তলা দিয়ে ছুটবে মেট্রো। কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর আগামী এপ্রিল মাসে ট্রায়াল রান হবে হাওড়া মেট্রোর। ডিসেম্বরেই যাত্রী নিয়ে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড অধি চলাচল শুরু হয়ে যাবে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, বৌবাজার এলাকায় সমস্যাও প্রায় মিটে গিয়েছে। ফেটে যাওয়া অংশে কংক্রিটের স্ল্যাব তৈরির কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০২১ সালে বিপর্যয় ঘটেছিল ওই এলাকায়। মাটি থেকে জল বেরিয়ে আসছিল। ফাটল দেখা গিয়েছিল বৌবাজারের দুর্গা পিতুরি লেন, হিদারাম ব্যানার্জি লেনের একাধিক বাড়িতে। অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় বাসিন্দাদের। সেই ফাটল বন্ধ করতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল কর্মীদের। সেই সমস্যা মিটলেও এখনই সেখান দিয়ে মেট্রো চালানো যাবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। ফলে আপাতত হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হবে মেট্রো। তারপর জুড়বে বাকি অংশ। বাকি অংশ জুড়লে সেক্টর ফাইভ থেকে একেবারে যাওয়া যাবে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। জানা গিয়েছে বৌবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে।

'রাজ্যের ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটেই ক্ষমতায় তৃণমূল'

সমর্থন হারানো নিয়ে উদ্বেগ তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে শাসকদলের প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন কমছে। বিরোধীদের দাবির প্রতিধ্বনি শোনা গেল খোদ তৃণমূল বিধায়কের গলায়। এমনকী গতদিনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন দলের চার সংখ্যালঘু সেলের প্রতিনিধির কাছে। এমন আবহে সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য তালড্যাংরার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তীর।

''রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ শতাংশ ভোট তৃণমূলের। আর ওই ভোটের জেরেই তিন তিন বার তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে।'' দাবি করলেন তালডাংরার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী। জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবনে এক কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

মাত্র কয়েকদিন আগেই সাগরদিঘির উপনির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সাগরদিঘিতে 'সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক' মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বুঝতে পেরেই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে ওই সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এবার বাঁকুড়া জেলায় করা হল কর্মী সম্মেলন। সেখানে ভাষণ দেন তালড্যাংরার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী । আর প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের আচরণবিধি বেঁধে দেন তিনি। কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও রকমের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

উল্লেখ্য, পুরসভা নির্বাচনে ফল ভালো হলেও সম্প্রতি রাজ্যে আবাস ও নিয়োগ-সহ একের পর এক দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসায় জেলায় অস্বস্তিতে শাসক দল। যেমনভাবে হোক সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখার জন্যই যে শাসক দলের এমন নিদান, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তালডাংরার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী যখন ওই মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি দিব্যেন্দু সিংহ মহাপাত্র-সহ অন্য নেতারাও।

তৃণমূল বিধায়ক বলেন, ''সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে কোনও চোখ রাঙানি নয়। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে দলের নেতাদের। বয়স্কদের সম্মান করবে।'' তিনি আরও বলেন, ''রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩০ শতাংশ ভোট তৃণমূলের। আর ওই ভোটের জেরেই তিন তিন বার তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে।''

ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানিয়েছিলেন সিপিএমের সংখ্যালঘু ভোট তাদের দরকার। সংখ্যালঘুদের প্রতি নজর রাখতে হবে। যদিও এই কর্মী সম্মেলন শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মীদের নিয়েই কেন, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দোলের অন্দরে, তথা রাজনৈতিক মহলেও।

এদিকে, ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা এই ইস্যুতে শাসক দলকে এক হাত নিয়েছেন। তৃণমূলকে রীতিমতো কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সব থেকে বেশি কেউ যদি হেনস্থা করেন তাহলে তা অরূপ চক্রবর্তীর মতো কিছু লোক ও তাঁদের নেত্রী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ওঁরা দুধেল গাই বলছেন। ওই সম্প্রদায়ের মানুষ আর ওঁদের সঙ্গে নেই তা সাগরদিঘির মানুষ 'গালে থাপ্পড়' দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল প্রথম থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের তোষণ করে তাঁদের ভোট ব্যাঙ্ক বানিয়ে রেখেছে। আর তাঁদের ভুল বুঝিয়ে তাঁদের দিয়ে অনৈতিক কাজকর্ম করিয়ে তাঁদের বদনাম করাচ্ছে। একথা ধীরে ধীরে রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষরা উপলব্ধি করছেন।''

ভাঙন ঠেকাতে বালির বস্তা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বাঁধ !

ঢিল ছুড়লেন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গঙ্গার ভাঙন সমস্যায় অতীষ্ট মুর্শিদাবাদের মানুষ। ঘরবাড়ি, চাষের জমি, দোকান, স্কুল সব নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নদী ভাঙন রোধের জন্য লাগাতার সার্বিক পরিকল্পনার দাবি তুলছেন জেলার মানুষ। এর অংশ হিসেবে কংক্রিটের স্থায়ী নদী বাঁধ তৈরির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু কাজের সময় সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর দাবি। অভিযোগ, নদী ভাঙন ঠেকাতে বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। আর তা নিয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন সামসেরগঞ্জের কামালপুরের লোকজন।

বাঁধ তৈরির কাজ নিয়ে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঁধ মেরামতির জন্য বালির বস্তা নিয়ে আসা নৌকা লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কামালপুর গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সামসেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এসে পৌঁছন স্থানীয় নিমতিতা পঞ্চায়েতের প্রধান মইদুল

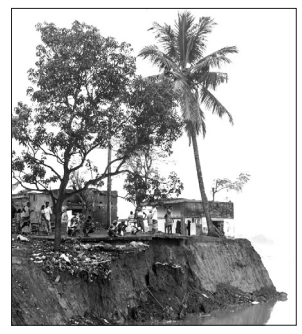

এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সামিউল হক। প্রধানকে দেখে বিক্ষোভের তীব্রতা বাড়ে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নিমতিতা এলাকায় ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে। বহু গ্রামবাসী ভিটেমাটি হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। বালির বস্তার বাঁধ দিয়ে এই ভাঙন সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলে জানান। তাঁদের দাবি, পাথরের বাঁধ তৈরি করে এই ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মাঠেই পড়ে আলু চরম চিন্তায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আলুর দাম না থাকায় হতাশার মধ্যে রয়েছে চাষিরা। হুগলি জেলাজুড়ে আলুর ব্যাপক চাষ হয়। কিন্তু আলুর দাম না থাকার হতাশায় চাষি মহল। আলুর দাম যদি না থাকে তাহলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে বলে জানিয়েছেন চাষিরা। চাষিদের দাবি একদিকে আলুর ফলন সেভাবে নেই অন্যদিকে আবার আলুর দামও নেই। আর তার জেরে ভেবে কুল পাচ্ছেন না চাষিরা। জানা যায়, এক বিঘা জমি চাষ করতে প্রায় ২৫ থেকে ২৬ হাজার টাকা খরচা হয় ।তারপরেও যদি দাম না থাকে কীভাবে লাভের মুখ দেখবে তা নিয়েচিন্তিত হুগলির চাষিরা। এই বিষয়ে হুগলির এক চাষি বলেন আলুর দাম খুব একটা ভালো নেই। তারা মনে করছেন সরকার এবং ব্যবসায়ীরা না কেনার জন্য এই পরিস্থিতি। আলুর ফলন হলেও যদি নায্যদাম পাই তাহলে কোল্ড স্টোরে রেখে দেব। তিনি বলছেন, যদি এক কাঠাজমিতে চার বস্তা করে আলু চাষ হয়। বস্তা পিছু বর্তমান দাম ২০০ থেকে ২৫০ টাকা যার ফলে এই দামের খরচা পর্যন্ত উঠবে না বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে আরেক চাষি বলেন, দাম না থাকার জন্য আমাদের মাথায় হাত পড়ে গেছে। ব্যাঙ্ক থেকে আর ঋণ নিয়ে কোনোরকমে চাষ করলেও আলুর দাম নেই। তারা বলছেন কীভাবে সংসার চালাবেন এবং এই ঋণ শোধ করবেন তা নিয়ে ভেবে কূল পাচ্ছেন না চাষিরা।

'ভালো করে কাজ করো, দেখবে এভাবে ঘুরতে হবে না !'

দিদির দূত'কে 'পরামর্শ' বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্থানীয় বিধায়ক 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে ঘুরছেন বাড়ি বাড়ি। কথাবার্তা বলছেন সকলের সঙ্গে। বিধায়ককে দেখে হঠাৎ এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। বিধায়কের কাছে গিয়ে স্মিত গলায় বললেন, ''বাবা, ভালো করে কাজ করো, দেখবে এরকমভাবে তোমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে না। মানুষ তোমাদের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবে।''

মাথা নত করে কাজের আশ্বাস দিয়ে গেলেন বিধায়কও। এমনই দৃশ্য দেখা গেল আলিপুরদুয়ারের বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত। সদ্য পদ্ম ত্যাগী বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে রবিবার আলিপুরদুয়ারের একাধিক জায়গায় পরিদর্শনে যান। 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে গিয়ে বিবেকানন্দ ১ নম্বর অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাগরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এলাকার নানা সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। স্থানীয় গ্রামবাসীরাও এলাকার বাসিন্দাদের একাধিক সমস্যার কথা বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। বিধায়ক সেই সমস্ত সমস্যার কথা তাঁর নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেন এবং দ্রুত সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন। এর মাঝেই এলাকার এক স্থানীয় বৃদ্ধা বিধায়কের সঙ্গে এসে কথা বলেন। বৃদ্ধা বলেন সঠিকভাবে কাজ করে যান, তাহলে আর মানুষের দরজায়, দরজায় এভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে না। মানুষ নিজে থেকেই আপনাদের আশীর্বাদ করবে। বৃদ্ধা স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জু রানি রায়। বৃদ্ধার কথায়, ''আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। আমি শুধু বললাম, ভালো করে কাজ করে যাও। তাহলে আমাদের কাছে আর আসতে হবে না। মানুষ তোমাদের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবে।'' ওই অঞ্চলের একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বিধায়ক। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এছাড়াও ওই এলাকায় রাস্তার সমস্যা রয়েছে, সেগুলি জানানো হয় বিধায়ককে। বিধায়ক সুমন জানান, ''রাস্তা নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটার সিংহভাগ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।'' পাশাপাশি, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক জানান, ''ছোটো ছোটো পরিকাঠামোজনিত কয়েকটি বিষয় এলাকাবাসীরা আমায় জানিয়েছেন। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করব।''

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

সন্তান উত্তম পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত ছ'টি বিষয়

আতাউর রহমান খসরু

সন্তানকে উত্তম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বলতে শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক প্রতিপালন ও পারিপার্শ্বিকতা শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবা ও অভিভাবকদের অনেক বেশি যত্নশীল হতে হবে। সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই ভবিষ্যতে সে আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। পরিবার, দেশ ও জাতির সম্পদে পরিণত হবে।

সন্তানকে উত্তম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বলতে শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক প্রতিপালন ও পারিপার্শ্বিকতা শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবা ও অভিভাবকদের অনেক বেশি যত্নশীল হতে হবে। সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেই ভবিষ্যতে সে আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। পরিবার, দেশ ও জাতির সম্পদে পরিণত হবে। ইসলাম শিশুর প্রতিপালনে অন্তত ছ'টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে বলেছে।

ক) ইমানি শিক্ষা— ইমানি শিক্ষার অর্থ হল, তাকে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস, ইবাদত ও আমল, হালাল ও হারাম, আল্লাহর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা। এই পরিমাণ দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করা মা-বাবার অবশ্য কর্তব্য। মা-বাবা তা করতে ব্যর্থ হলে পরিণত বয়সে ব্যক্তির জন্য তা অর্জন করা ফরজ।

খ) চারিত্রিক শিক্ষা— শিশুকে শৈশব থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শেখাতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানুষের সেবা, সময়ানুবর্তিতা, পরিমিতিবোধ ও অল্পতুষ্টির উপকার বোঝাতে হবে। একইসঙ্গে অপরিচ্ছন্নতা, মানুষ ও পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া, অন্যের ক্ষতি করা, কারও জিনিস অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করার মতো মন্দ স্বভাবগুলো সম্পর্কে সচেতন করাও আবশ্যক।

গ) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ— বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য শিশুকে শৈশব থেকে ধর্মীয় জ্ঞান ও সাহিত্য পাঠে অভ্যস্ত করা, বুদ্ধির বিকাশ হয় এমন খেলনা ও জ্ঞানচর্চার উপকরণের ব্যবস্থা করা। ইতিহাস সচেতন করতে ঐতিহাসিক স্থাপনা ও জাদুঘর পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া। অর্থহীন গল্প না করে পূর্ববর্তী জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও ইতিহাসের মহানায়কদের বৃত্তান্ত শোনানো। কোরান-হাদিসে বর্ণিত গল্প ও ইতিহাস, ইসলামের স্বর্ণযুগের মনীষীদের জীবনচরিত ও জ্ঞান সাধনা, আল্লাহর পথে তাঁদের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের বিবরণ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়ক হতে পারে।

ঘ) শারীরিক সুস্থতা ও প্রবৃদ্ধি— শিশুর শারীরিক সুস্থতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ইসলাম প্রথমে মায়ের দুধে তার অধিকার নিশ্চিত করতে বলেছে। কোরানে শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের বিধান বিস্তারিতভাবে এসেছে। সূরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ শিশুর দুধপানের সময়কাল, মা-বাবার কর্তব্য, মা-বাবার মাঝে বিচ্ছেদ হলে সে ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে পৃথক নির্দেশনা দিয়েছেন।

দুধপানের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাবাকে সন্তানের জন্য উদারভাবে খরচ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবারের জন্য ব্যয়িত অর্থকে আল্লাহর পথে ব্যয়িত অর্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলাম শিশুর শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করতে উপকারী খেলাধূলায় উৎসাহিত করেছে। রাসুলুল্লাহ সা.ও হাসান-হোসাইন রা.-এর সঙ্গে খেলাধূলায় লিপ্ত হতেন।

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা— শিশুর মানসিক বিকাশে ইসলাম শিশুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। শিশুর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেছে। তাদের সঙ্গে মিথ্যা বলতে এবং প্রতারণা করতে বারণ করেছে। ইসলাম বুঝমান শিশুর সামনে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করতেও নিষেধ করেছে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, ক্ষুব্ধে ব্যক্তি কোনও শিশুকে বলল, 'এসো আমি তোমাকে দেব', অতঃপর সে যদি না দেয়, তবে এটা মিথ্যা বলা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস— ৪৯৯১)

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তার জন্য বৈধ খেলাধূলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করার নির্দেশনাও রয়েছে ইসলামে।

চ) সামাজিকীকরণ — শিশু প্রতিপালনে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিশু সমাজের কার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, সেটাই সামাজিকীকরণের মূল বিষয়। শিশুর সামাজিকীকরণে ইসলাম প্রথমেই যৌথ পরিবারে উদ্বুদ্ধ করে। এরপর শিশুকে সামাজিক আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে বলে। বুঝমান শিশুকে মসজিদে, ইদগাহে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও বলা হয়েছে। সমাজের সবার প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল, শিশুর প্রতি সুন্দর আচরণ করতে হবে, যেন সে সুন্দর আচরণ শিখতে পারে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "যারা বড়কে সম্মান করে না এবং ছোটকে স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (ইউসুফ আল হাসান, আল ওয়াজিজ ফিত-তারবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা—২)

পরিশেষে ইমাম গাজ্জালি রহ.-এর কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করছি। তিনি বলেন, "শিশু মা-বাবার কাছে আমানত ও তার অন্তর মূল্যবান মণিমুক্তাতুল্য। তা শূন্য ক্যানভাসের মতো পবিত্র ও নির্মল। তা যে কোনো চিত্রের জন্যই উপযোগী এবং তাকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরানো যায়। তাকে যদি ভালো কাজের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি তাকে মন্দ কাজে অভ্যস্ত করা হয় বা পশুর মতো অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়, তবে সে হতভাগ্য ও ধ্বংস হবে। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ হল তাকে আদবকায়দা ও শিষ্টাচার এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দেওয়া।" (ইউসুফ আল হাসান, আল ওয়াজিজ ফিত-তারবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা—২)

মহানবি সা. কে অবমাননা করার শাস্তি

আবু রাফে নামের এক ইহুদিকে রাসুল সা. এ জন্যই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে রাসুল সা.-এর বিরুদ্ধে সবসময় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করত। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে ইমাম বুখারি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. আবু রাফেকে হত্যা করার জন্য বেশ কয়েকজন আনসারি সাহাবিকে নির্বাচিত করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রা.-কে তাঁদের দলপতি নিয়োগ করলেন।

ইব্রাহিম শওকত

পৃথিবীর যে কোনও ভূখণ্ডে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে ধর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থ, নবি ও সাহাবিদের সম্মান রক্ষার্থে অত্যন্ত কঠোর আইন অত্যাবশ্যক। অন্যথায় কেউ এই ধরনের ঘটনা ঘটালে ধর্মপ্রাণ মানুষ রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়বে। শুরু হবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সূত্রপাত ঘটবে মারামারি-হানাহানির মতো ঘটনার। বিপর্যস্ত হবে মানবতা, ডেকে আনবে ভয়াবহ বিপর্যয়।

কোরানের আলোকে নবি সা.-এর অবমাননাকারীর শাস্তি

১) "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আহজাব, আয়াত— ৫৭)

২) "তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে, তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহালাঞ্ছনা।" (সূরা তাওবা, আয়াত—৬৩)

৩) "আর যে হিদায়াত পাওয়ার পর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফেরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।" (সূরা নিসা, আয়াত— ১১৫)

হাদিসের আলোকে নবি সা.-এর অবমাননার শাস্তি

১) কাব বিন আশরাফ নামের একজন ইহুদি যে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত। সে নবি সা.-কে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বেড়াত। এমনকী মদিনায় ফিরে সাহাবায়ে কেরাম রা.-দের স্ত্রীদের ব্যাপারে বাজে কবিতা বলতে শুরু করে এবং কটূক্তির মাধ্যমে তাঁদের ভীষণ কষ্ট দিতে থাকে। তার এই দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসুল সা. কাব বিন আশরাফকে হত্যার নির্দেশ দিলে মহম্মদ ইবনে মাসলামাহ রা.-এর নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবি তাকে হত্যা করেন। (আর রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ২৮৫)

২) আবু রাফে নামের এক ইহুদিকে রাসুল সা. এ জন্যই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে রাসুল সা.-এর বিরুদ্ধে সবসময় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করত। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে ইমাম বুখারি রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. আবু রাফেকে হত্যা করার জন্য বেশ কয়েকজন আনসারি সাহাবিকে নির্বাচিত করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রা.-কে তাঁদের দলপতি নিয়োগ করলেন। আবু রাফে রাসুল সা.-কে কষ্ট দিত এবং এ কাজে অন্যদের সাহায্য করত। (বুখারি, হাদিস— ৪০৩৯, ৪০৪০)

৩) মুজাহিদ রহ. বলেন, ওমর রা.-এর দরবারে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে রাসুল সা.-কে গালি দিয়েছে। ওমর রা. তাকে হত্যা করেন। অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ বা কোনও নবিকে গালি দেবে তোমরা তাকে হত্যা করবে। (আস-সারিমুল মাসলুল— ৪/৪১৯)

নবি সা.-এর অবমাননাকারীর শাস্তির ব্যাপারে শরিয়াহর সিদ্ধান্ত

নবি করিম সা.-এর অবমাননাকারীর শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. উল্লেখ করেন, সব মাজহাবের ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হল;নবি করিম সা.-এর অবমাননাকারী কাফির এবং তার শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। ওপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে;

১) রাসুল সা.-এর শানে বেয়াদবিমূলক মন্তব্য, বক্তব্য বা তাঁর প্রতি ঠাট্টা এবং বিদ্রূপকারী এবং ধর্মীয় কোনো বিধান নিয়ে ব্যঙ্গকারী ব্যক্তি উম্মতের সর্বোচ্চ ঐকমত্যে মুরতাদ বলে সাব্যস্ত হবে।

২) তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

৩) তবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দায়িত্ব শাসকদের।

৪) শাসকদের জন্য আবশ্যক হল এ ধরনের লোকদের চিহ্নিত করে আইনের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

ছোটো গল্প

আলাদা সাবজেক্ট

কাজী সামসুল আলম

রীনা বি এ পড়ে, সেকেন্ড ইয়ার। বাবা প্রাইমারি স্কুল মাস্টার। রীনা মেজ, বড় বোনের বিয়ে হয়েছে, রীনার নীচে আরও তিন বোন আছে, সব শেষে একটি ভাই। বংশের বাতি আনতে ভাইয়ের আগে পাঁচ পাঁচটি দিদির আবির্ভাব। রীনার ঠাকুমা বার বার বলতেন, "বৌমা, আমার কৃষ্ণর ঘরে ছেলে না এলে, এই কোলে বংশে আর বাতি জ্বালাবার কেউ থাকবে না।"

এতবড় সংসার টানতে প্রাইমারি টিচার কৃষ্ণপদ কোলের নাজেহাল অবস্থা, জমিজমা কিছু নেই বললেই চলে। যতটুকু ছিল, রাজনীতি করতে গিয়ে কিছু বিক্রি হয়েছে, বাকি সাত কাঠা চাষের জমি বড়ো মেয়ে রীতার বিয়েতে বিক্রি করতে হয়েছে। পাঁচ ছেলে-মেয়ের স্কুলের বই খাতা পোশাক-আশাক জোগাড় করতে লেজে-গোবরে অবস্থা কৃষ্ণপদর।

ক্লাস নাইন থেকে একসাথে একই ক্লাসে পড়া পাশের গ্রামের রাকিবুলের সাথে রীনার খুব বন্ধুত্ব। রীনার কষ্টের সবটা রাকিবুলকে শেয়ার করে সে, রাকিবুল সুযোগ সুবিধা মতো সাহায্য করে তাকে।

পয়সার অভাবে টিউশনি নিতে না পারার কারণে রীনাকে টিউশনির সব নোট দেয় রাকিবুল। যেসব নোট বুঝতে পারে না, সেগুলি বুঝিয়ে দেয়, প্রয়োজনে দুজন-দুজনার বাড়ি যাতায়াত করে। এ নিয়ে কারও বাড়িতে কোনো ভাবনা নেই, তার কারণ রীনা রাকিবুলের চেয়ে বয়সে বড়, রাকিবুল খুবই ভালো এবং ভদ্র ছেলে। রীনা যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, রাকিবুল তখন ক্লাস এইটে, রীনা নাইনে ফেল করলে, রাকিবুল নাইনে গিয়ে ওর ক্লাস ফ্রেন্ড হয়ে যায়। শুরুতে রীনাকে ও রীনাদি বলত, কিন্তু ক্লাসের অন্য ছেলেরা বলে, "একই ক্লাসে পড়লে দিদি বলতে নেই।"

একদিন নোট নিতে বাড়িতে আসতে রাকিবুল বলল, "বুঝলি রীনা, আমাদের পিন্টু, আমাকে বলল, ওর পাড়ার দাদা দিব্যেন্দু মাইতির তোকে পছন্দ হয়েছে, বিয়ে করতে চায়, তবে আগে তোর সাথে আলোচনা করতে চায়।"

রাকিবুল জানে, রীনা চাইলে বহু ছেলে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে, ফরসা গড়ন, মাঝারি হাইট, রেশমি লম্বা সিল্কি চুল, টিকালো নাক, ময়ূরের মতো টানা টানা চোখ, সুন্দর স্বাস্থ্য। রাকিবুলের নিজেরও খুব পছন্দ, কিন্তু একে তো বয়সে বড়ো, তারপরে নিজেদের সমাজের বাইরে কাউকে বাবা-মা মেনে নেবে না। রাশভারী বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী, রোজাদার, দাদু হজ করে হাজি হয়েছিলেন। সুতরাং রাকিবুল কখনও এই সব বিষয় নিয়ে তাই ভাবেনি। ওর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ভাবে না সে। সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার শেষদিন ফিলোজফি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে রীনা বলল, "রাকি, চল দু'জনে সিনেমা দেখি।"

"ও কী করে জানিস ?"

"একটু একটু জানি, ও আমার সাথেও ঘুরে, আমি পিন্টু, সমীর আমরা একসাথে ষ্টেশনে, প্লাটফর্মে আড্ডা মারি। কলকাতায় কোনো এক কোম্পানিতে ড্রয়িংয়ের কাজ করে, ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।"

"ওঃ, দেখ রাকি, তুই তো জানিস, পণ দিয়ে আমাদের বিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা বাবার নেই, মাও সেদিন বলল, "নিজেদের বিয়ের জোগাড় নিজেদের করে নিতে হবে, দেখতে তো কেউ খারাপ নয়।"

"কিন্তু আমি দিব্যেন্দুকে দেখেছি, ও বড্ড বেঁটে, প্লাস ওর পায়ের গোড়ালি ফাটা, ছেলে-মেয়ে হলে ওইরকম পা ফাটা নিয়ে জন্মাবে, আমি আগেই না বলে দিয়েছি, অসীমা আমাকে বলেছিল।"

তারপরেও আবার আমাকে বলল কেন?"

"ও ভেবেছে তুই বললে আমি যদি রাজি হই!"

"শুধু এইটুকু কারণে তুই এমন ভালো প্রস্তাব ছেড়ে দিবি, আর কাউকে কি তুই পছন্দ করে রেখেছিস?"

"আরও একটা কারণ আছে, তুই হয়তো জানিস না, আমরা হলাম সিডিউল কাস্ট, ওরা মাহিষ্য, ওর ফ্যামিলি মানবে না, সব সময় ঘরে অশান্তি হবে, আমার পছন্দের ব্যাপারটা তোকে পরে একদিন বলব।"

"বাবা, তুই তো অনেক কিছু জানিস!" বিস্ময় প্রকাশ করল রাকিবুল।

"তোকে একটা কথা বলি, আমার বয়স কাছাকাছি বাইশ বছর, গ্রামের মেয়ে, কলেজে পড়ি, এসব তো একটু আধটু জানবই। আমি তো আর তোর মত নই, যে সারাদিন বই খাতা ছাড়া আর কোনোদিকে তাকানোর সময় নেই। "

রাকিবুল জানে, রীনা চাইলে বহু ছেলে ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে, ফরসা গড়ন, মাঝারি হাইট, রেশমি লম্বা সিল্কি চুল, টিকালো নাক, ময়ূরের মতো টানা টানা চোখ, সুন্দর স্বাস্থ্য। রাকিবুলের নিজেরও খুব পছন্দ, কিন্তু একে তো বয়সে বড়ো, তারপরে নিজেদের সমাজের বাইরে কাউকে বাবা-মা মেনে নেবে না। রাশভারী বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী, রোজাদার, দাদু হজ করে হাজি হয়েছিলেন। সুতরাং রাকিবুল কখনও এই সব বিষয় নিয়ে তাই ভাবেনি। ওর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ভাবে না সে। সেকেন্ড ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার শেষদিন ফিলোজফি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে রীনা বলল, "রাকি, চল দু'জনে সিনেমা দেখি।"

"বাড়ি যেতে তোর রাত হয়ে যাবে না?"

'মা, জানে, আজ তোর সাথে গল্প করে বাড়ি যাব।"

"আমার বাড়িতে বকবে না?" বাধা দিতে চায় রাকিবুল।

"তোর বাড়িতে তোকে কেউ বকে? আমি কি কিছু জানি না ভেবেছিস? এত ভাল রেজাল্ট করা ছেলেকে কেউ বকে? তাছাড়া তুই কতবার এরকম দেরি করে বাড়ি যাস, আমি সব জানি, অসীমা আমাকে সব বলে।"

"স্টেশনের ধারে বাড়ি তো ওর, তাই কে কী করে সব ফলো করে।"

দু'জনে সিনেমা দেখে ফিরে ট্রেন থেকে নামতেই, রীনা বলল, "চল, আমাকে সাইকেলে করে একটু ঘরে ছেড়ে দিয়ে আসবি, একা যেতে একটু ভয় করবে।"

'সাইকেলে যেতে যেতে, রীনা বলে উঠল, একটা কথা বলি!"

"বল।"

"আমাকে কত ছেলে পছন্দ করে, বিয়ের প্রস্তাব দেয় জানিস !"

"একটা জানি, অনেক জানি না।"

"তুই যার কাছে টিউশনি পড়িস, বিশ্বজিৎদা, বিশ্বজিৎ ওঝা, আমার পরের বোনের হাতে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল।"

"বাহ, বলিসনি তো!"

"ইচ্ছে করেনি, তাই বলিনি।"

"বিশ্বজিৎদা তো ভালো, রেলে চাকরি করেন, আবার টিউশনিও করেন।"

"হ্যাঁ, ওরা আমাদের স্ব-গোত্রীয়, বিয়েতে কোনো সমস্যা নেই, মায়ের কাছে এ খবর বোন পৌঁছে দিয়েছে, মা বারবার তাড়া দিচ্ছে আমাকে।"

"পরীক্ষা তো হয়ে গেল, এবার হ্যাঁ বলে দে।"

"বলব না।"

"কেন?"

"আমি অন্য কাউকে পছন্দ করি, বিয়ে করলে তাকেই করব।"

"তাকেই কর, অসুবিধা কী?"

"সে আমাকে পছন্দ করে কি না জানি না এখনও!"

"এটা তোর বেশি রিস্ক নেওয়া হয়ে গেল, যে নিজে এগিয়ে আসছে, তাকে বাদ দিয়ে যে পছন্দ করে কি না জানিস না, তাকে বিয়ে করবি ঠিক করেছিস। তুই বরং আমাকে বল, সে যদি আমার চেনাজানা হয়, আমি তোর হয়ে তাকে খবর দিয়ে দেবো।"

"তোর চেনাজানা সে।"

সাইকেল থেকে নেমে রীনা বলল, "ঠিক আছে, তুই যা, রাত হল, অন্যদিন তোর বাড়ি গিয়ে বলে আসব, তার নাম, আর এই বইটা নিয়ে যা, তুই দিয়েছিলি। এটা তো আর লাগবে না।" ব্যাগ থেকে পল সায়েন্সের বইটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, "বইয়ের ভিতরে বিশ্বজিৎদার চিঠি আছে, সময় করে পড়ে বলিস, আমার কী করা দরকার?"

পরদিন এগারোটা নাগাদ বই থেকে চিঠি বের করে পড়ে রাকিবুল হাঁ হয়ে গেল, চিঠি বিশ্বজিৎদার নয়, চিঠি রীনা লিখেছে, রাকিবুলকে, সে রাকিবুলকেই ভালবাসে, শেষ লাইনটা রাকিবুল বারবার পড়ে, "কীসের সমাজ, কীসের বাধা? আমরা দু'জন সই, তোকে নিয়ে এই জীবনে সুখের ঘর বাঁধবই..."

রাকিবুল জানে, প্রেম আর লেখাপড়া এক নয়, প্রেম যখন খুশি আসতে পারে, লেখাপড়ার সে ধাত নেই। সে তার রাস্তায় চলে, ট্রেনের লাইনের মতো। তার লাইনে সে চলবে। তার টাইমে সে চলবে। কেউ এল কেউ আসতে দেরি করল, ওর সে সব দিকে খেয়াল থাকে না। তেমনি ট্রেনের লাইনে কেউ চলে এলে ড্রাইভার চাইলেও তাঁকে বাঁচাতে পারে না, রান ওভার করে দিয়ে চলে যাবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সবেতেই সে লেটার মার্ক্স পেয়ে পাস করেছে। তার স্বপ্ন সে ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টরেট করবে। এখন প্রেম, বিয়ে ভাবার সময় নয়, তাছাড়া তার বিয়ের বয়সও হয়নি এখনও। সে ট্রেন মিস করতে চায় না, কিংবা অসতর্ক হয়ে ট্রেনের লাইনে উঠে ট্রেনের সামনে পড়তে চায় না। বাকি সমাজ, বাধা এসব ভাবার তার এখন সময় নেই।

দিন কয়েক পরে এক রবিবার বিশ্বজিৎদাকে নিয়ে রীনার বাড়ি পৌঁছায় রাকিবুল। রীনার মায়ের সাথে কথা বলতে। রীনা দুজনকে দেখে ঘাবড়ে যায়। সে রাগে আড়াল হয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন পর রাকিবুলের মা জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁরে রীনা আর আসে না কেন তোর কাছে ?"

"আমার নোট আর ওর কাজে লাগবে না। এখন ওর সাবজেক্ট আলাদা।" উত্তর দেয় রাকিবুল।

ওর মা কী বুঝল রাকিবুল সেদিকে আগ্রহ দেখাল না।

নারীশক্তিকে সামনে রেখে নাসার মহাকাশ গবেষণা

বিজ্ঞান প্রধান নিযুক্ত প্রথম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসা এবার নারীশক্তিকে সামনে রেখে মহাকাশ গবেষণায় সাফল্য খুঁজবে। নাসার বিজ্ঞান প্রধান হিসেবে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছেন এক মহিলা। নিকোলা ফক্স নামে মহাকাশ বিজ্ঞানী প্রথম মহিলা হিসেবে নাসার বিজ্ঞান প্রধান নিযুক্ত হলেন। তিনি সূর্য নিয়ে গবেষণারত ছিলেন।

পার্কার সোলার প্রোব মিশনের প্রাক্তন শীর্ষ বিজ্ঞানী নিকোলা ফক্স। এই সপ্তাহেই তিনি এজেন্সির বিজ্ঞান মিশন অধিদফতরের জন্য নাসার সহযোগী প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। তাঁর এই যোগদান মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলেই মনে করছে নাসা। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা তাদের বিজ্ঞান প্রধান হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল গবেষণায় কাজে লিপ্ত থাকা এক মহিলা বিজ্ঞানীকে বেছে নিয়েছে। তিনি তাঁর নিজস্ব বিভাগ হিলিফিজিক্স বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হয়েছে। নাসা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এই প্রথন কোনও মহিলা নাসার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হচ্ছেন। আর এই ভূমিকায় কাজ করার জন্য প্রথম মহিলা হতে চলেছেন তিনি।

নিকোলা ফক্স এই শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে একটি বিশেষ শর্ত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নাম প্রকাশ করা যাবে না। সেইমতো সোমবার তাঁর নাম ঘোষণা ররে নাসা। নাসা জানায়, সূর্য অধ্যয়নরত পার্কার সোলার প্রোব মিশনের প্রাক্তন শীর্ষ বিজ্ঞানী নিকোলা ফক্সকে নাসার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান নির্বাচিত করা হচ্ছে।

নিকোলা ফক্স এবার থেকে নাসার বিজ্ঞান দফতরের নেতৃত্ব দেবেন। এখন থেকে তিনিই তত্ত্বাধনা করবেন আর্টেমিস মিশন থেকে শুরু করে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের রোবোটিক অনুসন্ধান। তিনিই স্থির করবেন আর্টেমিস মিশনে চাঁদ ও মঙ্গলের অভিযানের যাবতীয়। নাসা ৭০০ কোটি ডলারের বার্ষিক বাজেটে চাঁদ, মঙ্গল-সহ

মহাকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাড়ি দেবে, নিত্যনতুন তথ্য সংগ্রব কররে তা গবেষণার কাজে লাগাবে। মোট কথা মহাকাশের সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ ছাড়াও দূরবর্তী ছায়াপথ অনুসন্ধানেরও জন্য প্রোগ্রামগুলিও তত্ত্বাবধান করবেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

একইসঙ্গে নাসার তরফে জানানো হয়েছে, ২০২২ সালে গঠিত নাসার স্টাডি গ্রুপের তত্ত্বাবধানও করবেন তিনি। মার্কিন সামরিকত বাহিনীকে ইউএফও অর্থার আন-আইডেন্টিফাইড এরিয়াল ফেনোমেনা শনাক্ত করতে বা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন তিনি। হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগনের কর্মকর্তারা মার্কিন আকাশে ওই রহস্যময় বস্তু নিয়ে বিব্রত থাকেন প্রায়ই। এখন নিকোলা ফক্স সেই আতঙ্কের অবসান ঘটাতে পারেন কি না, তা বলবে ভবিষ্যৎ।

থমাস জুরবুচেনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন নিকোলা ফক্স। থমাস ছিলেন একজন সুইস-আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিদ, যিনি ডিসেম্বরে অবসর নেওয়ার আগে ২০১৬ সাল থেকে অধিদপ্তরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এখন থমাস জুরবুচেনের ডেপুটি স্যান্ড্রা কনেলি অধিদপ্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

মহাকাশ বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুক্র

সাবধানী পদক্ষেপ নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একবিংশ শতকের তিনের দশকে তাঁদের লক্ষ্য স্থির করেছে শুক্র গ্রহে। পৃথিবীর যমজ গ্রহ সম্বন্ধে জানতে চান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ ব্যাপারে সাবধানী পদক্ষেপ নিল নাসা। সর্বাধিক উষ্ণ গ্রহ শুক্রে বেঁচে থাকার জন্য বা ল্যান্ডারের ব্যাটারি তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা।

নাসা সম্প্রতি ব্যাখ্যাও দিয়েছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেন এই দশকে শুক্র নিয়ে তদন্ত করবে। এবার মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এসার বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীরা মিলত হয়ে সূর্য থেকে দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহে তিনটি নতুন মিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু শুক্রের অতিরিক্ত উত্তাপে সেখানে কী করে মহাকাশযান টিকিয়ে রাখা যাবে, সেটাই চ্যালেঞ্জ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। ল্যান্ডারকে সজীব রেখে দিতে তাই অত্যাধুনিক পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। তাঁরা পৃথিবীর কাছাকাছি গ্রহ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চান। জানতে চান, পৃথিবীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও কেন আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়ে গেল গোটা গ্রহ।

শুক্র কীভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসে ভরে গেল? একটা গ্রহের ২৪ কিলোমিটার পুরু বায়ুমণ্ডলের আবরণ কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিপূর্ণ। এই গ্রহে রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিডের মেঘ। শুক্র গ্রহে এতটাই তাপমাত্রা যে সীসা গলে যেতে পারে। নাসার গ্রহ বিজ্ঞানের পরিচালক লরি গ্লেজ জানিয়েছেন, শুক্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৯০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা সত্যিই বুঝতে চাই কেন শুক্র এবং পৃথিবী সাদৃশ্য হয়েও সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেল। তা জানতে ব্যাটারির সমস্যা সমাধানের জন্য নাসা একটি নতুন উচ্চ-তাপমাত্রার শক্তির উৎস তৈরি করতে চাইছে। তারা 'অ্যাডভান্স থার্মাল ব্যাটারি'র সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে চাইছে।

এই অ্যাডভান্স থার্মাল ব্যাটারি বা এটিবি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই একটি আশ্চর্যজনকভাবে শক্ত প্রোটোটাইপ ব্যাটারি তৈরি করেছেন। নতুন ব্যাটারির চাবিকাঠি হল শুক্রের চরম তাপমাত্রাকে ল্যান্ডারের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এই উপাদানটিতে পর্যাপ্ত উচ্চশক্তির ঘনত্ব রয়েছে, তা তাপ ধরে রেখে ল্যান্ডারকে চালিত করতে সাহায্য করবে। একে বলা হচ্ছে গলিত লবণের ব্যাটারি।

বর্তমানে বিদ্যমান গলিত লবণের ব্যাটারির একটি বড় সমস্যা হল তাদের স্ব-নিঃসরণের উচ্চ হার, যা অভ্যন্তরীণ ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়। শুক্র গ্রহে গলিত লবণের ইলেক্ট্রোলাইট-সহ একটি সাধারণ তাপীয় ব্যাটারিকে মাত্র কয়েক ঘন্টা ব্যবহার করা যায়। এটিবি-র ব্যাটারি ১১৮ দিন টিকতে পারে। তা ১৯ ভোল্ট থেকে ২৫ ভোল্টের মধ্যে ডিসচার্জ করতে সক্ষম। এর অপারেশনাল পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রায় দ্বিগুণ। সীসার গলনাঙ্কে পৌঁছনোর আগেই তাপ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

মঙ্গল গ্রহে বৃত্তাকার বালির টিলা ধরা পড়েছে মহাকাশ-চিত্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে বৃত্তাকার বালির টিলা ধরা পড়েছে মহাকাশ-চিত্রে। নাসার মার্স রিকননাইসেন্স অরবিটার বৃত্তাকার আকারের বালিকর টিলার ছবি তুলেছে। মঙ্গল গ্রহের প্রকৃতির সঙ্গে এই ছবি একেবারেই বেমানান। কিন্তু এই ছবি নাসাকে ফের একবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে।

নাসার মহাকাশযান এই ছবি ক্যাপচার করার পর ভূতত্ত্ববিদ আলফ্রেড ম্যাকউয়েন বলেন, "বিভিন্ন আকারের বালির টিলা মঙ্গলের মাটিতে দেখা গিয়েছে। টিলাগুলি প্রায় পুরোপুরি বৃত্তাকার। মঙ্গলের জলবায়ুর প্রকৃতি অনুযায়ী এই বালির টিলার ধরন অস্বাভাবিক।" ম্যাকউয়েন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন, টিলাগুলি কিছুটা অপ্রতিসম। দক্ষিণ প্রান্তটি খাঁড়া পিছনে মুখ। এই অস্বাভাবিক টিলাটি ইঙ্গিত দেয় যে বালি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। তবে বাতাস পরিবর্তনশীল হতে পারে। হাইরাইজ ক্যামেরা ব্যবহার করে মঙ্গলের মাটির এই ছবি তোলা হয়েছে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা গত বছরের নভেম্বরে টিলাগুলির ছবি ক্যাপচার করেছিল। গবেষকরা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বালি টিলাগুলির অবস্থান নিরীক্ষণ করেছেন। তা নিয়ে অধ্যয়ন করছেন। চলছে গবেষণা। ম্যাকউয়েন বলেন, সম্প্রতি যে ছবি নাসার মহাকাশযানের কল্যাণে সামনে এসেছে, তা শীতের শেষের দিকের। ফলে সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে কীভাবে হিম বা বরফ অদৃশ্য হয়ে যায়, তা নিরীক্ষণ করার জন্য এই চিত্রগুলির একটি সিরিজ তৈরি করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে হিমমুক্ত বালির টিলাগুলির কথা। হিমযুক্ত থেকে কীভাবে হিমমুক্ত হয়ে উঠেছে টিলাগুলি তা ছবির সিরিজ করে দেখানো হয়েছে।

লাল গ্রহের পৃষ্ঠে কী রয়েছে তা খুঁজতে গবেষণার শেষ নেই। নাসা তো মঙ্গলে বিভিন্ন অরবিটার ও রোভার বা জেজিরো ক্রেটার পাঠিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা পাথুরে গ্রহের একটি অংশ আবিষ্কার করেছে। পরে অস্বাভাবিক চেহারার বালির টিলাগুলির চিত্র সামনে আসে। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, মঙ্গল পৃষ্ঠের গঠন একটি অদ্ভুত আকৃতি তৈরি করেছে, যা একটি টেডি বিয়ারের মুখের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারপরে বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেন, এটি মুখের প্যারিডোলিয়ার ফলে ঘটে। যার ফলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে বস্তুটি আসলে কী। নির্জীব বস্তুতে মুখের গঠন দেকে অস্বাভাবিকত্ব লাগাটাই স্বাভাবিক।

নাসার তোলা বালিয়াড়ির ছবিতে টেডি বিয়ারের চোখ হল গ্রহের গর্ত এবং মাথার মধ্যে যে বৃত্তাকার ফ্র্যাকচার প্যাটার্ন দেখা যায়, তা ইমপ্যাক্ট ক্রেটারের উপরে জমে যাওয়া বরফ হতে পারে। এই গবেষণায় হাইরাইজার ক্যামেরায় তোলা ছবিটি উপযোগী হতে পারে।

মিশন ডার্টের সাফল্যে বুক বাঁধছেন বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ডাইনোসরও। পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর প্রকৃতির। আবারও যাতে প্রাণীকূলের উপর গ্রহাণুর আঘাত না নেমে আসে, তার জন্য গবেষণা চালাচ্ছিলেন নাসার বিজ্ঞানীরা। ডার্ট মিশনে নাসা গ্রহাণুকে চালিত করেছিল ভিন্নপথে। সেই সাফল্য অধ্যয়ন করে প্রতিরোধের রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নাসার পাঠানো একটি মহাকাশযান ডিমোরফস নামে একটি গ্রহাণুকে আঘাত করেছিল। তার ফলে গ্রহাণুর গতিপথ চিরতরে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। নাসার প্রেরণ করা আর একটি মহাকাশযান সেই সঙ্ঘর্ষের ছবি তুলেছিল। সেই ছবি বিশ্লেষণ করে এবং গবেষণা করে বি্জ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন তাঁরা পুরোপুরি সফল।

আমাদের গ্রহ পৃথিবীর প্রতিরক্ষায় নাসা নেমেছিল এই ডার্ট মিশনে। ৩৩ মিনিটের মধ্যে গ্রহাণুটিকে কক্ষপথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল নাসা। গবেষকরা বিগত পাঁচ মাস ধরে তা নিযে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সমর্থ হয়েছেন এই মিশনটিতে চূড়ান্তভাবে সফল হতে, তার প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন।

এই মর্মে চারটি গবেষণা করেছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। এই মিশনে বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে যে

গ্রহাণুকে প্রতিরোধে তৈরি নাসা

সাফল্যের কথা ভেবেছিলেন, তাঁরা তার চেয়েও বেশি সফল। তাঁরা ডার্ট মিশনে 'কাইনেটিক ইমপ্যাক্টর' নামে একটি কৌশল নিযুক্ত করেছিলেন, যার অর্থ একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সংঘর্ষ। তা থেকেই তাঁরা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।

ডার্ট মিশনে নাসার প্রেরিত মহাকাশ যান গ্রহাণুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় প্রতিটি টাইমলাইন রিপোর্ট করেছিল। অবস্থান ও প্রকৃতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছিল তারা। এবং ডিমারফসের আকার ও আকৃতি রেকর্ড করে বিস্তারিতভাবে গতিশীল প্রভাবক প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছে। .

দ্বিতীয় গবেষণাপত্রে গবেষকরা দুটি স্বাধীন পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যা গতির প্রভাব থেকে সময়ের পরিবর্তনের দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাপ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে বিজ্ঞানীদের। আর তৃতীয় গবেষণাটি ডিমারফোসের কক্ষপথের সময়কালের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করেছে। ডার্টের গতির প্রভাবের কারণে গ্রহাণুতে স্থানান্তরিত গতির পরিবর্তন গণনা করেছে। গবেষক দল জানিয়েছে, সংঘর্ষের পর প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২.৭ মিলিমিটার করে কক্ষপথ থেকে সরেছে ডিমারফস নামক গ্রহাণুটি। ডার্ট যে গতিতে ধাক্কা দিয়েছিল ডিমারফসকে, তাতে তাৎক্ষণিকভাবে গতি থমকে দিয়েছিল ডিমারফোসের। এই সংঘর্ষের পরে মহাকাশযানের গতিবেগ এবং গ্রহাণুর পৃষ্ঠ থেকে ধূলিকণার বিশাল ঝড় সৃষ্টি হয়।

চূড়ান্ত গবেষণাপত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, ধুলোময় সেই ধ্বংসাবশেষ মহাকাশে হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হতে দেখা গিয়েছে। ডিমারফসের সক্রিয়তাও কমিয়ে দিয়েছে ডার্ট। একটি মহাকাশ শিলা খণ্ডে পরিণত হয়েছে, যা একটি গ্রহাণুর মতো প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু ধূমকেতুর মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

মেদভেদেভের কাছে মরশুমে প্রথম হার জোকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবাই চ্যাম্পিয়নশিপ সেমিফাইনালে দানিল মেদভেদেভের মুখোমুখি হওয়ার আগে ২০২৩ সালটা 'পারফেক্ট' ছিল নোভাক জোকোভিচের। ১ জানুয়ারি থেকে টানা ১৫ ম্যাচ জিতেছিলেন। কিন্তু মেদভেদেভের কাছে সরাসরি সেটে হেরে অপরাজিত-যাত্রা ধরে রাখতে পারলেন না সার্বিয়ান তারকা। র‍্যাঙ্কিংয়ে সপ্তম রাশিয়ান তারকা মেদভেদেভ ৬-৪, ৬-৪ গেমে জোকোভিচকে হারিয়ে ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আন্দ্রে রুবলেভের মুখোমুখি হন।

২০১৯ সালের জুলাইয়ের পর প্রথমবারের মতো র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশের বাইরে ছিটকে পড়েছিলেন মেদভেদেভ। কিন্তু গত ১৮ দিনের ব্যবধানে ১৩ ম্যাচ জিতে আবারও শীর্ষ দশে ফিরে এসেছেন রাশিয়ান তারকা।

অতীত মুখোমুখি হওয়ার পরিসংখ্যানে তাকিয়ে অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন দুবাইয়ের ফাইনালে জোকোভিচই উঠবেন। এর সঙ্গে যোগ হয় র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা সার্বিয়ান তারকার দুর্দান্ত ফর্ম। আর জোকোভিচের বিপক্ষে আগে টানা চারটি সাক্ষাৎকারে হেরেছেন মেদভেদেভ। পঞ্চমবারে এসে পাল্টাতে পেরেছেন ভাগ্য।

এর মধ্য দিয়ে গত বছর এটিপি ফাইনালস থেকে জোকোভিচের টানা ২০ ম্যাচ জয়ের ধারায়ও ছেদ পড়ল। কিছুদিন আগেই নারী ও পুরুষ টেনিস মিলিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি সপ্তাহ শীর্ষে থাকার রেকর্ডটি নিজের করে নিয়েছেন জোকোভিচ।গত বছর নভেম্বরে এটিপি ফাইনালসের পর অ্যাডিলেডে শিরোপা জিতেছেন জোকোভিচ। এরপর জিতেছেন বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। দুবাই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায়ের পর তাঁর সামনে এখন ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্ট। ৮ মার্চ থেকে যা শুরু হবে।

কিন্তু জোকোভিচ করোনাভাইরাসের টিকা না নেওয়ায় এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন না। দুবাইয়ে হারের পর জোকোভিচ বলেছেন, 'আমেরিকা থেকে খবর আসার অপেক্ষায় আছি। আমেরিকা না বলে দিলে হয়তো মন্টে কার্লোর ক্লে কোর্টে খেলব। সেটি হলে প্রস্তুতি নিতে কিছুদিন সময় পাব।'

জোকোভিচের বিপক্ষে এ নিয়ে ১৪ বারের মুখোমুখিতে পঞ্চম জয় পেলেন মেদভেদেভ। জয়ের পর রাশিয়ান তারকা বলেছেন, 'জোকোভিচের বিপক্ষে খেললে নিজের সেরাটা দিতেই হবে। প্রার্থনায় থাকতে হয় সে যেন নিজের সেরাটা দিতে না পারে। ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম তো আর এমনিতেই জেতেনি। তাই তখন আপনি নিজের সেরাটা দিলেও কাজটা খুব কঠিন হবে।'

অভিষেক হওয়া কোর্টেই শেষ ম্যাচ সানিয়া মির্জার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় লন টেনিসের ইতিহাসে শেষ হয়ে গেল এক বর্ণময় অধ্যায়। অবসর নিলেন ভারতের অন্যতম সেরা মহিলা লন টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জা। কাকতালীয়ভাবে যেই কোর্ট থেকে নিজের প্রফেশনাল জীবনে চলা শুরু করেছিলেন তিনি। সেই কোর্টে শেষবারের মতো খেলেই অবসর নিলেন তিনি। হায়দরাবাদের কোর্টে এক প্রর্দশনী ম্যাচ খেলে তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের ইতি টানলেন তিনি। লাল বাহাদুর টেনিস স্টেডিয়ামে এদিন তাঁর কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটি খেললেন সানিয়া। ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন একাধিক তারকা। প্রর্দশনী ম্যাচে র‍্যাকেট হাতে খেলতে দেখা গেল তাদের। ভারতের হয়ে ওয়ানডে এবং টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং, সানিয়ার দীর্ঘদিনের সঙ্গী আমেরিকার বেথানি ম্যাটেক স্যান্ড এবং রোহন বোপান্না এদিনের ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত এই লাল বাহাদুর টেনিস স্টেডিয়ামেই দুই দশক আগে ডব্লুটিএ সিঙ্গেলস খেতাব জয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রফেশনাল কেরিয়ার শুরু করেছিলেন সানিয়া মির্জা। এই বছরের দুবাই আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্ট ছিল তাঁর প্রফেশনাল কেরিয়ারের শেষ প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট। আর এদিন প্রর্দশনী ম্যাচে খেলে তাঁর কেরিয়ারের ইতি টানলেন তিনি। ম্যাচে একাধিক তারকা অংশ নেওয়ার পাশাপাশি গ্যালারিতেও এদিন উপস্থিত ছিলেন একাধিক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সিনিয়র ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

এদিন এক ঝাঁ চকচকে লাল গাড়িতে করে স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছন সানিয়া মির্জা। তাঁকে দেখেই চিৎকারে ফেটে পড়েন দর্শকরা। এদিন ম্যাচ শেষে বেশ আবেগপ্রবণ দেখি

য়েছে সানিয়া মির্জাকে। তাঁর বিদায়ী ভাষণে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তিনি। দেশের হয়ে দীর্ঘ ২০ বছর খেলতে পারাটা যে তাঁর কাছে গর্বের সেই কথাই এদিন জানিয়েছেন সানিয়া মির্জা। ছ'বারের গ্রান্ড স্ল্যামজয়ী তারকা সানিয়া মির্জা। যার মধ্যে রয়েছে তিনটি মহিলা ডাবলস এবং তিনটি মিক্সড ডাবলসের খেতাব। স্টেডিয়ামে উপস্থিত সানিয়া মির্জার ভক্তদের দেখা যায় নানা ফেস্টুন, ব্যানার প্রদর্শন করতে। যেখানে তারকার অনুপস্থিতি তারা কতটা মিস করবেন তা তুলে ধরেন অনেকেই। ম্যাচ শুরুর আগে এদিন সানিয়া বলেন, 'আমি আপনাদের সামনে আমার কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে রয়েছি। একটা আলাদা উত্তেজনা কাজ করছে।'

ম্যাচ শেষে আবেগপ্রবণ সানিয়া বলেন, 'দেশের হয়ে টানা ২০ বছর খেলতে পারাটা আমার কাছে গর্বের। প্রত্যেক ক্রীড়াবিদের দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন থাকে। উচ্চপর্যায়ে খেলার তো স্বপ্ন থাকেই। আর আমি সেটা করতে পারায় বেশি গর্বিত।

গোলের নতুন রেকর্ড এমবাপের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিএসজির হয়ে সর্বোচ্চ গোলের নতুন এক রেকর্ড গড়লেন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি লিগ ওয়ানে'র ম্যাচে নঁতেকে ৪-২ গোলে হারানোর পথে রেকর্ডটি গড়েছেন এ ফরাসি তারকা। ঘরের মাঠে রেকর্ড গড়া গোলটি করেছেন এমবাপ্পে। পিএসজির হয়ে এটা এমবাপের ২০১তম গোল।

মার্সেইয়ের বিপক্ষে আগের ম্যাচেই ২০০তম গোলটি করে পিএসজির সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় এদিনসন কাভানির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন এই ফরোয়ার্ড। গতকাল রাতের গোলে তিনি টপকে গেছেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারকে। এ মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন এমবাপে। গোল করা এবং করানো দুদিক থেকেই দলে অবদান রেখে চলেছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মরশুমে এমবাপ্পের গোলসংখ্যা এখন পর্যন্ত ৩০টি, আর সহায়তা করেছেন ৮ গোলে। ২০১৭ সালে পিএসজিতে নাম লেখানো এমবাপে গোলের রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি ৪টি লিগ শিরোপা জিতেছেন।

প্যারিসে কাল নিজেদের মাঠে ১২ মিনিটে পিএসজিকে এগিয়ে দেন লিওনেল মেসি। ৫ মিনিট পর আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান ২-০ করে পিএসজি। তবে ঘুরে দাঁড়াতে খুব বেশি দেরি করেনি নঁতে। ৩১ ও ৩৮ মিনিটে গোল করে সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলে অতিথিরা। সমতা নিয়েই বিরতিতে যায় দুই দল। বিরতির পর গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে পিএসজি। অবশেষে ৬০ মিনিটে দানিলোর গোলে ব্যবধান ৩-২ করে ফরাসি পরাশক্তিরা। এরপর ম্যাচ যখন শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, রেকর্ড গোলটি করে পিএসজিকে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এমবাপ্পে।

দারুণ এ জয়ে শিরোপা ধরে রাখার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল পিএসজি। ২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্শেইয়ের পয়েন্ট এক ম্যাচ কম খেলে ৫২।

ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য গল্প লিখে জিতল আর্সেনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'পচা শামুকে পা কাটা' ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে ঘরের মাঠে অবনমনের শঙ্কায় থাকা দলের বিপক্ষে পয়েন্ট তালিকার চূড়ায় থাকা দলের হার নিশ্চিতভাবেই অঘটনের মতো। আর্সেনালও আজ সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার শঙ্কায় পড়েছিল। যে বোর্নমাউথ সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১১ ম্যাচে শুধু একটিতে জিততে পেরেছে, তারাই কি না লিগের শীর্ষে থাকা গানারদের বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল।

পরে ৮ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে সমতা ফেরানোর পর রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর আগের মুহূর্তে জাল কাঁপান তরুণ রেইস নেলসন। ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য গল্প লিখে ম্যাচটা আর্সেনাল জিতে নিল ৩-২ ব্যবধানে।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে স্বস্তির এ জয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান আবারও পাঁচে নিয়ে গেল আর্সেনালের। মিকেল আর্তেতার দলের পয়েন্ট ৬৩, গার্দিওলার সিটির ৫৮।

সর্বশেষ ২০১২ সালে দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও প্রিমিয়ার লিগের কোনো ম্যাচ জিতেছিল আর্সেনাল। উত্তর লন্ডন ডার্বিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৫-২ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল টটেনহামকে। এরপর ৬৫ ম্যাচ দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে জিততে পারেনি গানাররা। আজ সংখ্যাটা বেড়ে ৬৬ হতে যাচ্ছিল। তবে সেটা হতে দেননি নেলসন।

ইউরোপীয় ফুটবলের খোঁজখবর খুব একটা না রাখলে এই নেলসনকে কারও চেনার কথা নয়। ২৩ বছর বয়সী ইংলিশ উইঙ্গার একে তো শুরুর একাদশে জায়গা পান কালেভদ্রে, তার ওপর ঊরুর চোট দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে রেখেছিল তাঁকে।

কাতার বিশ্বকাপের আগে প্রিমিয়ার লিগে নিজের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিলেন নেলসন। তাও মাত্র ১ মিনিট! প্রায় চার মাস পর আজ লিগে খেলতে নেমেই করলেন বাজিমাত।

৬৯ মিনিটে এমিল স্মিথ রোর বদলি হিসেবে নেলসনকে নামান আর্সেনাল কোচ আর্তেতা। পরের মিনিটে তাঁর অ্যাসিস্ট থেকেই গোল করে গানারদের সমতায় ফেরান বেন হোয়াইট। আর যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে বাঁ পায়ের বুলেট গতির শটে দলকে জিতিয়ে প্রত্যাবর্তনকে তো স্মরণীয়ই করে রাখলেন।

এর আগে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই বোর্নমাউথকে এগিয়ে দেন ফিলিপ বিলিং। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান ২,০ করেন মার্কোস সেনেসি। দুই গোল খেয়ে যেন ঘুম ভাঙে আর্সেনালের।

বাবা কাবাডি খেলোয়াড়, মেয়ে রেকর্ড গড়লেন হাই জাম্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের যেখানেই মেয়ের প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানেই ছুটে যান বাবা আফজাল হোসেন। বনানী আর্মি স্টেডিয়ামে শেখ কামাল জাতীয় যুব গেমসে আজ যখন তাসমিয়া হোসেন হাই জাম্পে অংশ নেয়, পাশেই দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন আফজাল। লাফ শেষ হতেই তাসমিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরেন আফজাল। বাবার চোখে তখন আনন্দের কান্না। প্রথমবার জাতীয় যুব গেমসে অংশ নিয়েই রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছে তাসমিয়া।

রংপুর বিভাগের হয়ে সোনা জিততে বিকেএসপির নবম শ্রেণির ছাত্রী তাসমিয়া লাফিয়েছে ১.৫২ মিটার। শোনা গেছে, যুব গেমসে মেয়েদের হাই জাম্পের আগের রেকর্ডটি ১.৩৪ মিটর। তবে সেই রেকর্ডের কোনো নথি ফেডারেশনে নেই।

এর আগে ২০২১ সালে জাতীয় জুনিয়র মিটে এই ইভেন্টে রুপা জেতে তাসমিয়া। সেবার সে লাফিয়েছিল ১.৩৬ মিটার। এবার আরও বেশি উচ্চতায় লাফিয়ে খুশি তাসমিয়া, 'আমি যুব গেমসের জন্য কঠোর অনুশীলন করেছি। শীতের মধ্যে ভোরবেলা উঠতে হতো অনুশীলনের জন্য। প্রথমে

খুব কষ্ট হতো। কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে যায়। অবশেষে কষ্টের ফল পেয়ে ভালো লাগছে।'

আশির দশকে নিয়মিত কাবাডি খেলতেন আফজাল। মেয়েকেও খেলোয়াড় বানানোর ইচ্ছা ছিল। একমাত্র মেয়েকে শুরুতে রাগবি ও ক্রিকেট খেলতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাসমিয়ার উচ্চতা (৫ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি) দেখে রংপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ওয়ালিদা বেগম হাই জাম্পে অংশ নিতে পরামর্শ দেন।

রংপুরে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন আফজাল। ঢাকায় এসেছেন মেয়ের যুব গেমসের ইভেন্টগুলো সরাসরি দেখতে। মেয়ে যে সোনার পদক জিতবেন, সেটা জানতেন। কিন্তু রেকর্ড গড়তে দেখে অবাকই হয়েছেন তিনি, 'মেয়ের পারফরম্যান্স নিয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল। কিন্তু ও রেকর্ড গড়বে সেটা বুঝিনি। আমি খুব খুশি।'

বাংলাদেশের অ্যাথলেটিকসে হাই জাম্পে আশার আলো ছড়াচ্ছেন মাহফুজুর রহমান, উম্মে হাফসা রুমকি, রিতু আক্তাররা। সর্বশেষ এসএ গেমসে ২০১৯ সালে নেপালে রুপা জেতেন মাহফুজুর। তাসমিয়া এবার এই রেকর্ড ভাঙার স্বপ্ন দেখছেন, 'রিতু আপু এবার রেকর্ড গড়েছিল, সেটা আমি জানি। আমি এবার রিতু আপুর রেকর্ড ভাঙতে চাই। এসএ গেমসে সোনা জিততে চাই।'

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:16, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111